CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 February 2022 ■ আগরতলা ১৫ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পুলওয়ামায় শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন সিআরপিএফ আধিকারীক ও জওয়ানরা। সোমবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

উচ্ছেদ অভিযানে নিগমের টাস্ক ফোর্স হেনস্থার শিকার, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। সোমবার সকাল থেকে পুনরায় রাজধানী আগরতলা শহরের শকুন্তলা রোডে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে আগরতলা পুর নিগমের টাক্সফোর্স বাহিনী।

দীর্ঘদিন ধরেই একাংশের ব্যবসায়ী ফুটপাত দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে অবৈধভাবে দখল করে রাখা ফুটপাতের জায়গা দখল মুক্ত করার জন্য বেশ কয়েকবার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এমনকি মাইকযোগে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু ওইসব জবর দখলকারীরা ফুটপাতের জায়গা দখল মুক্ত করতে দেননি। সে কারণে বাধ্য হয়েই আগরতলা পুর নিগমের টাক্সফোর্স বাহিনী সোমবার সকালে শকুন্তলা রোডের পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানগুলি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে।

টাস্ক ফোর্স বাহিনীর জনৈক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত কম করে ছয় থেকে সাতবার

সোমবার ফুটপাত দখলমুক্ত করে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন টাস্ক ফোর্সের কর্মকর্তারা।

তারা ওইসব ব্যবসায়ীদের অভিযানে দোকানপাট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরপরই তারা নতুন করে ফুটপাতের জায়গা জবরদখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সে কারণে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তারা পুনরায় সোমবার সকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযানের সামিল হন। তাদের এই প্রয়াস আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

উচ্ছেদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী এক আধিকারিক জানান, বর্তমান পুর প্রশাসন ক্ষমতায় আসার আগেই জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ফুটপাত দিয়ে যাতে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করা যায় সেজন্য জবর দখল মুক্ত করে ফুটপাত জনগণের চলাফেরার জন্য মুক্ত করে দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গ হিসেবেই প্রশাসনের নির্দেশে ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযান শুরু হয়েছে।

বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন, শেষ সুযোগ পেলেন আইপিএফটির বৃষকেতু দেব্বর্মা, পরবর্তী শুনানি ৬ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। আরো সময় পেলেন আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেব্বর্মা। দলবিরোধী কাজের অভিযোগে এখনই তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হচ্ছে না। নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও আজকেও তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষের সামনে উপস্থিত হননি। তাই, আগামী ৬ এপ্রিল দুপুর সাড়ে বারটায় ত্রিপুরা বিধানসভায় অধ্যক্ষের সামনে উপস্থিত হয়ে সাফাই দেওয়ার অন্তিম সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

প্রসঙ্গত, শাসক দল জোট শরিক দল আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেব্বর্মা বিধানসভার সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। কিন্ত, বিধানসভার অধ্যক্ষের সামনে সশরীরে হাজির হয়ে পদত্যাগ পত্র জমা না দেওয়ায় তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়নি। পরবর্তী সময়ে তিনি সশরীরে হাজির হয়ে বিধানসভার সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। এদিকে, আইপিএফটি সুপ্রিমো রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেব্বর্মা দলবিরোধী কাজের অভিযোগ এনে বৃষকেতু দেব্বর্মার বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানান। ওই দুইটি আবেদনের এখনো নিস্পত্তি হয়নি।

আজ বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, বিধায়ক পদ খারিজের আবেদনের ভিত্তিতে বৃষকেতু দেব্বর্মাকে বিধানসভায় হাজির হওয়ার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্ত, তিনি আজকেও আসেননি। বরং তিনি লোক মারফত দলবিরোধী অভিযোগের খন্ডন করে কিছু নথি পাঠিয়েছেন। তাতে, সুপ্রিম কোর্টের রায় সংযুক্ত রয়েছে। তিনি আরও জানান, আইপিএফটির সভাপতি এন সি দেব্বর্মা আজ উপস্থিত ছিলেন এবং বৃষকেতু দেব্বর্মার দলবিরোধী কাজের প্রমান হিসেবে দুইটি সিডি জমা দিয়েছেন।

বিধানসভার অধ্যক্ষের বক্তব্য, বিধায়ক বৃষকেতু দেব্বর্মাকে আরো একটি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সামনে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন এবং ২ এপ্রিল সম্ভবত রাজ্যসভার ভোট অনুষ্ঠিত হবে। তাই, আগামী ৬ এপ্রিল দুপুর সাড়ে বারটায় তাঁকে সশরীরে হাজির হয়ে সাফাই দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ওইদিনই তাঁর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মানিকভান্ডারে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করা হল যুবককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। ধলাই জেলার কমলপুরের মানিকভান্ডার ঘাঁটি এলাকায় এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়েছে। রক্তাক্ত যুবকের নাম সুরজিৎ দেব। তার বাড়ি এরারপাড় এলাকায়। অভিযুক্ত যুবকের নাম ধনঞ্জয় দেব।

জানা গেছে, তাদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের পরিচয় রয়েছে। সেই সুবাদে সুরজিৎকে ধনঞ্জয় ফোন করে তার বাড়িতে ডেকেছিল। ফোন পেয়ে সুরজিত ধনঞ্জয়ের বাড়িতে গেলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে শরীরের নানা স্থানে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এ-ব্যাপারে থানায় অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুরজিৎ জানিয়েছেন, ধনঞ্জয় নানা অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে। সে তার স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে বলেও জানিয়েছে সুরজিৎ। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। পূর্ব বিরোধের জের ধরেই এই কাণ্ড সংঘটিত করেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

২০ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার মুঙ্গিয়াকামীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সরকারের নেশা বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গাজা বিরোধী অভিযানে বিরাট সাফল্য পেয়েছে মুঙ্গিয়াকামী থানা পুলিশ। সোমবার মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে যানবাহন চেকিংয়ে বসে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের ৩৯ মাইল এলাকায় যানবাহন চেকিংয়ে বসে এমএইচ৪৮বিএম১৮৯৪ নম্বরের একটি ছয় চাকার এসএমএল লরিতে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। তল্লাশিতে মোট ৩৬টি প্যাকেটের মধ্যে ৩৪৩ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করে মুঙ্গিয়াকামি থানার ওসি গৌতম দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। পুলিশ গাড়ির চালক বিহারের বাসিন্দা মোহাম্মদ রাজাকে আটক করেছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। গাঁজাগুলি আগরতলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবীদে শিক্ষা ভবনে সোমবার গণডেপুটেশন দিলেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা। ছবি নিজস্ব।

নিয়মিতকরণ সহ ৬ দফা দাবিতে মাদ্রাসা শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সোমবার বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ছয় দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান শেষে সংগঠনের সভাপতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, বিগত প্রায় ২৫ বছর ধরে মাদ্রাসার শিক্ষকরা অনিয়মিত ভাবে কাজ করে চলেছেন। তাদেরকে অবিলম্বে নিয়োগ করা সহ মাদ্রাসার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি তারা দাবি জানিয়েছেন।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, সর্বশিক্ষা এবং রামসায় অনেক আগেই মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে। এই পুরোনো প্রকল্পের তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। সে কারণে আর্থিক দিক দিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষকরা বঞ্চিত হয়ে আসছেন। অথচ সর্বশিক্ষা এবং রামসার শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন।

সমকাজে সমবেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য মাদ্রাসার শিক্ষকরা শিক্ষা অধিকর্তা এবং রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে মাদ্রাসা টিচাররা আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন।

অজ্ঞাত পরিচয় অচৈতন্য ব্যক্তি উদ্ধার রাজপথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারের রাস্তা থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ও অচৈতন্য এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজনরা এক ব্যক্তিকে অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে দমকল বাহিনী এবং পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুলেরুর ধাক্কায় আহত স্কুলছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। অপরিচিত বুলেরো গাড়ির ধাক্কায় আহত স্কুল ছাত্র। ঘটনা কল্যাণপুরে। কল্যানপুর সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র আকাশ দেবনাথ নিজ বাড়ি থেকে দাও ছাড়া থেকে কল্যাণপুরে আসার পথে রাস্তায় একটি অপরিচিত বুলেরো গাড়ি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র আকাশ দেবনাথ কে ধাক্কা মেরে চলে যায়। সাথে সাথেই সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে এবং আহত হয়। সে বাই সাইকেলে চেপে স্কুলে যাচ্ছিলো। বেশ ক্ষতি হয় বাইসাইকেল টির। সাতসকালে এমন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোয়াইফাং ভিলেজে সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজে লোকজনদের যাতায়তের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় শ্রীকান্ত বাড়ী রোড থেকে কাস্তারাই রিয়াং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মান করাহয়। রাস্তা নির্মানের জন্য মোসার্স পবি টেকনলোজি কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড কে ঠিকেদারীর দায়ীত্ব দেওয়া হয়।

রাস্তা নির্মানের জন্য ৬৭০.০৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করাহয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ রাস্তা নির্মানে ঠিকেদার সঠিকভাবে বরাদ্দ করা সামগ্রী ব্যাবহার না করে নিম্নমানের কাজ করে গেছে। এতে করে রাস্তা নির্মানের কয়েকদিনের মধ্যে রাস্তাটি নষ্ট হয়ে পরছে। এই নিয়ে এলাকাবাসী সংবাদ মাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উগবে দেন। রাজ্যে বিজেপি সরাকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেম দিবস পালনে ফুল কেনার ধুম পুলওয়ামায় শহীদদের শ্রদ্ধায় স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। প্রিয়জনদের জন্য যখন ফুল কেনার ধুম পড়েছে। তখনই শহীদ সিআরপিএফ জওয়ানদের জন্য কেঁদে ভাসিয়েছেন তাঁদের স্বজন। আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালবাসা দিবস, অন্যদিকে আজই পুলওয়ামায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানের বলিদান দিবসও। আজ থেকে ৩ বছর আগে সন্ত্রাসবাদীদের নির্মম হামলার শিকার হয়েছিলেন তাঁরা। দেশের জন্য তাঁদের ওই আত্ম বলিদান আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় সিআরপিএফের ১২৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ান মুখ্য কার্যালয়ে পুলওয়ামা হামলায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

ভ্যালেনটাইনস ডে অথবা প্রেম দিবস ত্রিপুরাতেও মহা ধুমধামে পালিত হচ্ছে। প্রিয়জনদের জন্য ফুল কেনার ধুম পড়েছে। বিভিন্ন পার্ক, রেস্টুরেন্টে প্রেমিক যুগলদের ভিড় লক্ষ্য যাচ্ছে। ফুল কেনার ভিড়ে ষাটোর্ধ ব্যক্তির উপস্থিতি নব প্রজন্মকে দারুনভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। চাকুরিজীবি অজয় আচার্য আজ স্ত্রীর জন্য ফুল নিতে এসেছেন। তিনি বলেন, বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। জীবন কদিনই বাকি রয়েছে, তা জানা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক প্রতারণা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের বিবৃতি, দায় চাপল গত সরকারের উপর

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। এবিজি শিপইয়ার্ড মামলায় সরকারি বিবৃতি দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সোমবার তিনি বলেন যে এবিজির অ্যাকাউন্ট গত সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট অর্থাৎ ইউপিএ সরকারের কার্যকালে অলাভজনক সম্পদ (এনপিএ) হয়েছিল।

নির্মলা বলেন যে, ব্যাঙ্কগুলি গড়পড়তা অনেক কম সময়ে এই প্রতারণা ধরেছে আর এই বিষয়ে এখন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সীতারামন সোমবার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের ডিরেক্টরদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বলেন, 'স্বাভাবিকভাবে এই ধরণের প্রতারণা ধরার জন্য ব্যাঙ্কগুলি ৫২ থেকে ৫৬ মাস সময় নেয় আর তারপর আগে ব্যবস্থা নেয়।

এক্ষেত্রে তারা এর জন্য গড়পড়তার চেয়ে কম সময় নিয়েছে।'

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক প্রতারণার ব্যাপারে এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেড আর তার প্রাক্তন চেয়ারম্যান আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঋষি কমলেশ আগরওয়াল সহ অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আইসিসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে প্রায় দু ডজন ব্যাঙ্ক একজোট হয়ে প্রতারণার এই মামলা দায়ের করেছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে যে ১৪,০০০ কোটি টাকার প্রতারণা করেছিল নীরব মোদী আর মেহুল চোকসির, এবিজি শিপইয়ার্ডের প্রতারণা তার চেয়েও বড়।

একদিন আগে দেশের সবচেয়ে বড় সরকারি ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াও নিজেদের কথা জানিয়েছে। এবিজি শিপইয়ার্ড কোম্পানিতে স্টেট ব্যাঙ্কও ঋণ দিয়েছিল। স্টেট ব্যাঙ্কের উপর দেরী করে কেস করার অভিযোগ উঠেছে। যা নিয়ে এসবিআই রবিবার বলেছে যে তারা ফরেন্সিক অডিট রিপোর্টের পর সিবিআইয়ের সঙ্গে মিলে এই প্রতারণা মামলায় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে কাজ করছে। প্রতারণার এই মামলায় রাজনৈতিক রঙ লেগেছে আর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১২৯ ◘ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং ◘ ২ ফাল্গুন ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শৈশব হইতেই মূল্যবোধের শিক্ষা বাঞ্ছনীয়

উন্নত দেশ গঠনের মূল মন্ত্র হলো মানবসম্পদ। মানবসম্পদ উন্নত না হইলে সমাজ ও রাষ্ট্র কোন দিনই উন্নত হইতে পারিবে না। প্রবীণরা সারাজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সবচেয়ে বড় পূজা। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রবীনদের প্রতি অবজ্ঞা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে না। প্রবীনদের অবদান কোন ভাবে অস্বীকার করা যায় না।স্বাভাবিক কারণেই একদিকে যেমন শিশুকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক তেমনি প্রবীনদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।জন্ম-মৃত্যু জীবনের নিয়ম। সভ্যসমাজ সন্তানের জন্মকে উদযাপনীয় গণ্য করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতীক্ষা করে মানুষ। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও লালন করেন যে-নারী, এজন্য তাহার বিশেষ যত্ন ও মর্যাদা প্রাপ্য হয়। আমন্ত্রিত প্রিয়জনদের মিয়া একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে ছোট্ট শিশুর অন্নপ্রাশন দেওয়া হয়। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। মানবশিশুর মুখে প্রথমবার সেই ভাত তুলিয়া দেওয়ার মুহূর্তটিও উদযাপনের বিষয় করিয়া নিই আমরা। সকলের প্রার্থনা থাকে, এই ছেলে বা মেয়েটি এইভাবে সারাজীবন তাহার প্রিয় সুখাদ্যগুলিই পাইবে। অন্নকষ্টের মতো কষ্ট নাই। এই শিশুটিকে কোনওদিন যেন সেই করুণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইতে না-হয়। বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উপযুক্ত করিয়া তোলা হয় তাহাদের। এইভাবে একটি মানুষ যৌবনে পা দেয়। তাহাকে কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে হয়। নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমে উপনীত মানুষকে কর্মজীবন থেকেও অবসর নিতে হয়। অবসরগ্রহণের দিনটিও উদযাপনীয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীরা অবসৃত কর্মীর জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করেন।

বিদায়সংবর্ধিত মানুষটি সেইদিন থেকে সিনিয়র সিটিজেন বা প্রবীণ নাগরিক নামে পরিচিত হন।

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ পরবর্তী যে জীবনখণ্ড, সেটাই মূলত তাহার দেবার কাল বা কর্তব্যসম্পাদনের পর্ব। এই পর্বে মানুষকে কাজ করিতে হয় তাহার কর্মস্থলের জন্য। তাহার জন্য তিনি বেতন, পারিশ্রমিক কিংবা লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। সেই টাকা নানাভাগে বণ্টিত হয়। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল পরিবার প্রতিপালন, করপ্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য এবং বিবিধ সামাজিক দায়িত্ব পালন। কর্মজীবনের এই অপরিমেয় কর্তব্য-দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে, অলিখিতভাবে, কিছু প্রাপ্য হয় মানুষের। যেমনপুত্র-কন্যাসহ পরিবারে যাহারা অনুজ থাকে, তাহারা প্রবীণদের প্রয়োজনীয় যত্ন নেবে, তাহাদের যথাবিহিত সম্মান করিবে। কিন্তু বাস্তবে অতটা সৌভাগ্যের অধিকারী সকলে হন না। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যাদের অবহেলাই পাথেয় হয় অনেকের। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে কোনও কোনও কীর্তিমান নিগ্রহও করে। তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থে নির্মিত বাড়ি থেকেই বাবা-মাকে বাহির করিয়া দেয় কোনও কোনও কুলাঙ্গার। এই পাপাচার বন্ধ করিতে আদালতকেই হস্তক্ষেপ করিতে হয় শেষমেশ। হাইকোর্টের ভর্ৎসনা এবং কঠিন সাজার মুখে পড়িয়া অনেক কুসন্তান বাধ্য হয় বাবা-মাকে বাড়ি ফিরাইয়া নিতে, তাহাদের প্রাপ্য যত্নআত্তি করিতে।

শুধু সন্তান কিংবা পরিবারই নয়, প্রবীণদের প্রতি দায়িত্ব এড়াইয়া যায় রাষ্ট্রও। প্রবীণদের যে-ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্য, বিশেষ করিয়া ভারতে, তাহা দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ নাগরিকই পর্যাপ্ত পেনশন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পান না। অথচ, শেষজীবনে এই দুটি জিনিসই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। পেনশন নেই অথবা নামমাত্র বলিলে নাগরিকরা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেনব্যাঙ্কে কিংবা ডাকঘরে ফিক্সড ডিপোজিট আকারে। এছাড়া কিছু অর্থ জমে পিএফ এবং পিপিএফ অ্যাকাউন্টে। অবসরের পর কেউ কিছু গ্র্যাচুইটিও পাইয়া থাকেন। মানুষের প্ল্যান থাকে, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নতুন করিয়া কোনও স্বীকৃত বিশ্বস্ত ফান্ডে গচ্ছিত রাখিবেন। তাহার থেকে অর্জিত সুদের টাকায় তাহার বাকি জীবনটা যা-হোক করিয়া পার হইয়া যাইবে। সঞ্চয়ের উপর সুদের হার হ্রাসে সাত বছরে রেকর্ড করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার।। সঞ্চিত অর্থে প্রবীণদের সংসারখরচ নির্বাহ করা এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। এর বাইরেও কিছু সুবিধা পাইতেন তাহারা।শিশু ও প্রবীনদের প্রতি দেশের সরকারের আরো দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন।প্রতিটি শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও নাগরিক হিসেবে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের ভাবনা এখনও পরিষ্কার নয়

সুন্দর পরিবেশের সাথে মানুষের জীবন-যাপনের যে একটা যোগসূত্র রয়েছে, সেটাও হয়তো আমরা অনুধাবন করতে পারছি না অথবা ভুলে গেছি। পরিবেশ যে আমাদের সবার জন্য অমূল্য সম্পদ সেই চেতনাবোধটাও যেন আজ স্রীয়মান।

অপরিকলিতভাবে মাটি ও পাহাড় কাটছি, অপ্রয়োজনে উচ্চস্বরে হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছি, নির্বিচারে নদী-দীঘি-পুকুবসহ জলাশয়গুলিকে দুষিত, দখল ও ভরাট করছি, জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করছি, প্রততাত্বিক নিদর্শনসমূহ বিনষ্ট করছি, গাছ কাটছি, বনাঞ্চলগুলিকে ধ্বংস করছি, মহা সড়কের পাশে বর্জের পাহাড় গড়ে তুলছি, নদীতে অবাধে বর্জ-প্লাস্টিক ইত্যাদি ফেলছি যানবাহনে-অফিসে ও জনসমাগম স্থলে এসি ও বিদ্যুতের সুইচ অন রাখছি, দোকানে-আলো জ্বালিয়ে রাখছি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালসহ বিভিন্ন অফিসে সুষ্ঠুভাবে খাবার জল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃ নিস্কাশনের ব্যবস্থা করছি না, শহরে খোলা খেলার মাঠে অন্য স্থাপনা নির্মাণের খুঁড়ছি, উপকূলের সবুজ বেষ্টনী নষ্ট করছি, চিংড়ি চাষের ঘের তৈরি করে লবণাক্ততা বাড়াচ্ছি, অপরিকল্পিতভাবে বাড়ি, ইটের ভাটা সহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করছি, অনেক শিল্পের বর্জ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করছি না খাবারে ভেজাল দিচ্ছি, হাতি, বাঘ প্রভৃতি প্রাণীর বসতি ও বিচরণক্ষেত্র বিনষ্ট করছি, জীববৈচিত্র্য নষ্ট করছি, পরিশে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে যে সকল সহায়ক আইন হয়েছে সেগুলো ঠিকমতো জানি না, জানলেও হয়তো মানছি না। এভাবে প্রতিনিয়তই যেন আমরা অপরাধ করে চলেছি। অপরাধ করছি পরিবেশ ও প্রকৃতির কাছে, মানুষের কাছে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছ। দিনের পর দিন অপরাধের পাল্লা ভারি থেকে আরও ভারি হচ্ছে, কিন্ত এ সকল অপরাধের বিচার হচ্ছে না। দুঃখের বিষয়, আমরাই সামগ্রিকভাবে আমাদের পরিবেশ ও সম্পদ ক্রমাগতভাবে বিনষ্ট করে চলছি।

একথা সত্যি যে আমাদের দেশের সংবিধানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জলবায়ুর অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তবে বেশকিছু মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ওজলবায়ুকে জীবনধারণের অধিকারের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করেছে। এছাড়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৮ক নামে নতুন একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে। যেখানে নেনে সংরক্ষণ, পরিবেশের মানোরয়ন, সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও জারী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করাকে রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ রক্ষায় আমাদের দেশে একগুচ্ছ আইন ও নীতিমালাও রয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলায় ও মেট্রোপলিটন ছায়াও কত রকমের ও ধরনের খেলা নির্ভেজাল আনন্দ হতো, কত করমের মাছ খাওয়া নিজের হাতে ফুল ও ফসলের বাগান গড়ে তোলা কত রকমের জীবজন্তু দেখে আনন্দ পাওয়া পরিবেশ ও প্রকৃতিকে নিয়ে গান ও কবিতা লেখা আরও কত কী। কিন্তু আজ সেই পরিবেশ ও প্রকৃতি কোথায়? কতটুকুই বা আছে?

ধীরে ধীরে পরিবেশের সেই স্বাভাবিক চিত্র যেন পাল্টে যাচ্ছে। কেমন যেন অদ্ভুতভাবে বদলে যাচ্ছে চারপাশ। প্রকৃতি ও পরিবেশের মূল্যবান সম্পদগুলি যেন এখন হুমকির মুখে। এজন্য নানা পরিসরে আলোচনা হচ্ছে, সমাবেশ হচ্ছে, র‍্যালি হচ্ছে হচ্ছে, সমাবেশ হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে, প্রতিবাদ ও আন্দোলন হচ্ছে, হচ্ছে আরও কত কী। কিন্তু চরম অপরাধী, লোভী ও স্বার্থন্ধ সেই কুৎসিত দেবার অভ্যাস মানুষর আছে, আর এটাই এখন বেশি ঘটছে। এই অতিরিক্ত লোভই এখন প্রকৃতির প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মানুষ আসলে যখন থেকে আধুনিক সভ্যতার সন্ধান পেয়েছে, তখন থেকেই এক ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত প্রকৃতি ও পরিবেশ বিনাশের পথে ছোটাছুটি করছে। কিন্তু এক বাস্তুসংস্থানের (ইকোলজি) ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং মানবসভ্যতা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে এখন পাহাড়া-বনাঞ্চলসহ প্রাকৃতিক সম্পদ দখল ও ধ্বংসকারী, ভূমি-নদী-জলাশয় দস্যু, বৃক্ষ ও প্রাণী নিধনকারী, মাঠ দখলকারী দেশের এতিহ্য বিনষ্টকারী এমন সব বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় আমাদের প্রয়োজন হবে ব্যাপক মাত্রায় পরিবেশ সচেতনতা। ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন হবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপননের। প্রয়োজন আর এজন্য কাজে লাগাতে হবে সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজকে আর দেশের গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়াসহ সকল সোশ্যাল মিডিয়াকে। সম্মিলিতভাবে নিতে হবে নানা প্রয়াস। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন ছাড়া এ পরিবর্তন সুদূর পরাহতই থেকে যাবে।

দেশের পরিবেশকেন্দ্রিক ভাবনাগুলিকে তাই যেমন পরিসর থেকে আরও বৃহত্তর পরিসরে বিস্তৃত ও ব্যাপৃত করে তুলতে হবে। একই সাথে বিশ্ব পরিসরের পরিবেশকেন্দ্রিক সমস্যা সম্পর্কেও আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেগুলো সমাধানের উদ্যোগগুলোর সাথেও যথাসম্ভব সংযুক্ততা ও সম্পৃক্ততা গড়ে তুলতে হবে। আর এভাবে গড়ে তুলতে হবে অটুট বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব শুধু পরিবেশপ্রেমী মানুষের মাঝে নয়, পরিবেশবাদী প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্য পরিবেশবাদী প্রতিষ্ঠানের, পরিবেশ ও প্রকৃতিপ্রেমী মঞ্চের সাথে অন্য মঞ্চের, পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে নিবেদিত বলিষ্ঠ সামাজিক আন্দোলনের সাথে অন্য আন্দোলনের। এ এঁক্য গড়েতে হবে ক্ষেত্রবিশেষে এক দেশের সাথে অন্য দেশের। আর এই এঁক্যে নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে তরুণ সমাজকেই। এভাবে বৃহত্তর একটি এঁক্য গড়ে তোলা এখন খুবই জরুরি। এ ঐক্যই আমাদেরকে ধীরে ধীরে সামাজিক ও পরিবেশকেন্দ্রিক সুচিন্তা এবং পরিবেশসম্মত রাজনৈতিক অঙ্গীকার এনে দেবে। চাইলেই আমরা আমাদের দেশের সভ্যতা নগরের পরিবর্তে অরণ্যে বিকশিত করে তুলতে পারি, আমাদের গ্রাগুলিকে ছোট ও বড় শহরগুলিকে পরিকল্পিত এবং পরিবেশ সমুন্নভাবে গড়ে তুলতে পরি, চাইলেই আমরা একতাবদ্ধ হয়ে আমাদের চারপাশ থেকে পরিবেশের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পরি; সতর্ক থাকতে পারি সরকারের সকল গোপন কুটনীতি ও চুক্তির সম্পর্কেঃ জলদস্যু-বনদস্যুদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আওয়াজ তুলতে পারি; একটু আন্তরিক ও বলিষ্ঠভাবে উদ্যোগ নিলে আমরা আমাদের শহরগুলিকে যানজট ও দুষণ নিয়ন্ত্রিত বসবাসের উপযুক্ত শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা নিয়ে নদীগুলোকে ঝুঁকি ও দূষণমুক্ত রাখতে পারি, বৈচিত্রপূর্ণ উপকূল বনায়ন ও পরিবেশ সমুন্নত জীবপ্রকৃতি গড়ে তুলতে পারি; একটা খেয়াল রেখে চললেই আমরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে উঠতে পারি বাড়ির পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তুলতে পারি, আরও পরিষ্কার-পরিচছনন রাখতে পারি; খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও সচেতনতা অবলম্বনকরতে পারি। এভাবে নিজেরা আরও সচেতন ও জক্রিয় হয়ে উঠতে হবে আমাদেরকে। প্রকৃতি ও পরিবেশ বিনাশী কর্ম থেকে বিরত থাকতে আমাদের নীতি-নির্ধারকরা যেন বাধ্য ভাবতে হবে, একই সাথে স্ব স্ব অবস্থান থেকে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমন্বিত সকল প্রয়াসকেও সজাগ থেকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে যেতে হবে। করে ভাল থাকা যায় না, সুন্দরভাবে জীবন- যাপন করাও সম্ভব নয়। মানুষের যেমন মুল্য আছে, পরিবেশেরও তেমনি মূল্য আছে। ঠিক তেমনি মানুষের যেমন অধিকার আছে, পরিবেশেরও অধিকার রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ অনেক ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ ভঙ্গের কারণে অন্য মানুষ ক্ষতির শিকার হলে, সেটাকে মানবাধিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়। ঠিক সেভাবেই মানুষেরই আচরণগত কারণে যদি পরিবেশের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে সেটাকেও পরিবেশের অধিকার ভঙ্গের সামিল হিসেবে বিবেচনা করাটা একান্ত জরুরি। তাই পরিবেশের সঙ্গে আমাদের নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। মানবাধিকার নীতি পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটাও এজন্য খুব জরুরি হবে। পরিশেষে বলবো, পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে কোন বৈরিতা না করে আমাদেরকে সেতুবন্ধন রচনা করতে হবে। অযথা পরিবেশ বিনষ্ট করা যাবে না। প্রকৃত বন্ধু হয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের কথা ভাবতে হবে। কারণ প্রকৃতির সাথে প্রকৃত বন্ধুত্ব জীবনকে সমৃদ্ধ করে, জীবনধারণকে আরও সুন্দর ও উপযোগী করে তোলে। সভ্যতা ও আগামীকে সত্যিকারার্থে আধুনিক ও স্থায়িত্বশীলতার রূপ দান করে।

কুমায়ুন পাহাড়ের রানি মুন্সিয়ারি

মুন্সিয়ারিকে কুমায়ুন পাহড়ের রানি বললে অত্যুক্তি হবে না। মুন্সিয়ারির প্রধান আকর্ষণ পঞ্চচুল্লি শৃঙ্গমালা। এই পাহাড়ি জনপদের উচ্চতা ২,২০০ মিটার। কুমায়ুনের একাধিক জনপ্রিয় ট্রেকিং পথের শুরুও হয়েছে এখান থেকে। মুন্সিয়ারি মাঝারি মাপের গঞ্জ। পাহাড়ের ঢালে পাইন, দেওদারের সবুজ সৌন্দর্য্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। এখান থেকে চীন সীমান্ত খুব একটা দূরে নয়। মুন্সিয়ারিতে দিন দুয়েক থাকতে হবে।

কিভাবে যাবেনঃ কোলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেনে কাঠগদাম পৌঁছে গাড়িতে মুন্সিয়ারি।

কী দেখবেনঃ এখানকার মুখ্য আকর্ষণ শৃঙ্গদর্শন। মুন্সিয়ারি মাঝারি মাপের গঞ্জ। পাহাড়ের ঢালে পাইন, দেওদারের সবুজ সৌন্দর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। গ্রামছোঁয়া পাহাড়ের গায়ে চাষও হচ্ছে ধাপ কেটে। কালামুনি পাসে রয়েছে (১০ কিলোমিটার) নাঙ্গাবাবার কালীমন্দির। পঞ্চচুল্লির বুকে সূর্যাস্তের রংবদলের দৃশ্য দেখার মতো। শহরের মধ্যে রয়েছে ট্রাইবাল হেরিটেজ মিউজিয়াম। খোলা থাকে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা। ২ কিলোমিটার দূরে রয়েছে নন্দাদেবীর মন্দির ও হিমালয় দর্শনের ভিউ পয়েন্ট। ১২ কিলোমিটার দূরে দেখবেন আদিবাসী গ্রাম দারকোট। গৌরীগঙ্গা নদী লাগোয়া উষ্ণ প্রস্রবণটি ২২ কিলোমিটার দূরে। গাইড নিয়ে চলুন থামরিকুণ্ড জলাশয়, খালিয়াটপ বুগিয়াল ও মেহসার কুণ্ড। এই তিনটি জায়গায় পৌঁছতে কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে। শীতকালে এইসব পথ বরফে ঢাকা থাকে। এই পাহাড়ি জনপদের উচ্চতা ২,২০০ মিটার। কুমায়ুনের একাধিক জনপ্রিয় ট্রেকিং পথের শুরুও হয়েছে এখান থেকে। এখান থেকে চীন সীমান্ত খুব একটা দূরে নয়। মুন্সিয়ারিতে ভাল ভাবে ঘুরতে দিন দুয়েক থাকতে হবে।

ছোট পার্বত্য শহর কৌশানি

কৌশানি হল ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের বাগেস্বর জেলায় অবস্থিত একটি ছোট পার্বত্য শহর। ১৮৯০ মিটার উচ্চতায় কৌশানি স্বর্গীয় সৌন্দযের কোনও তুলনা হয় না। হিমালয়ের ৩০০ কিমি ব্যাপ্ত প্যানারমিক ভিউ, বিশেষত সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্তের মোহময়ী রংবদল আপনাকে এক অপার্থিব জগতের সন্ধান দেবে। মহাত্মা গান্ধী এখানে ১৪ দিন থেকে অনাসক্তি যোগের ওপর বই লিখেছিলান।

কিভাবে যাবেনঃ কোলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেনে কাঠগদাম পৌঁছে গাড়িতে কৌশানি।

কোথায় থাকবেনঃ কৌশানিতে বিভিন্ন প্রান্তে ট্যুরিজমের হোটেলগুলো ছড়িয়ে আছে। ভাল হোটেল গান্ধী আশ্রম কাছাকাছি শহরের প্রান্তবর্তী বসতি এলাকা অবস্থিত।

কী দেখবেনঃ কৌশানিতে প্রধান আকর্ষণ নন্দা দেবী বিন্যাস মহিমান্বিত দৃশ্য। হিমালয় দর্শন ও এখানকার পাইন, ওক এবং ফারের ছাওয়া শান্ত পরিবেশ কৌশানির মুল আকর্ষণ। অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে গান্ধী আশ্রম, গিরিহাস উত্তরাঞ্চল চা প্রাঃ লিমিটেড, শাল ফ্যাক্টরী, বৈজনাথ মন্দির, স্থানীয় বাজার।

প্রথম দিন দেখুনঃ গান্ধী আশ্রমঃ গান্ধীজির স্মৃতি-বিজড়িত অনাশক্তি আশ্রমে ওনার ব্যবহৃত চরকা, বইপত্র, লাখার সামগ্রী এবং অসংখ্য ছবি। পান্থ মিউজিয়ামঃ কৌশানি বাসস্ট্যান্ডের কাছে পান্থ মিউজিয়ামে কবি সুমিত্রানন্দন পন্থের স্মৃতি-বিজড়িত জিনিসপত্রের সংগ্রহশালা। চা বাগান। কুমায়ুন শাল এম্পোরিয়াম।

দ্বিতীয় দিন দেখুনঃ বৈজনাথঃ কৌশানি থেকে ১৯ কিমি দূরে ১১২৬ মিটার উচ্চতায় বৈজনাথ মন্দির কমপ্লেক্সকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে গোমতী নদী। এখানে দেখবেন দ্বাদশ শতকের শিব, গণেশ, পার্বতী, চণ্ডিকা, কুবের, সূর্য্য এবং ব্রহ্মার মন্দির। মন্দিরগুচ্ছের ব্যাকগ্রাউন্ডে তুষারশুভ্র হিমালয়ের ঝকঝকে উপস্থিতি।

করোনাতে ক্ষতিবিক্ষত বিশ্ব

ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও পর্যটন খেলাধুলা, বিনোদন, উন্নয়ন সব ক্ষেত্রেই এ যে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে তার জেরে কেবলমাত্র বর্তমান নয় আগামী বছরগুলোতেও আমাদের ভুগতে হবে। তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকা কোভিড-১৯ কবে পুরোপুরি বিদায় নেবে তা বলা মুশকিল। তবে এই অতিমারি মানবসভ্যতাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। করোনা শিখিয়েছে মানুষ তার লোভ যদি সম্বরণ করতে না পারে, প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে তাহলে ভবিষ্যতে এমন বিপর্যয় অনিবার্য অনিবাযত ভাবে বার বার নেমে আসবে। তখন এই গ্রহে থাকবে না মানুষ। বেশ কিছুদিন আগে রবার্ট ম্যালথাস বলেছিলেন, যখন জনসংখ্যা খুব বেড়ে যায় তখন প্রকৃতি নিজে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেয়, যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আসে। করোনা ভাইরাস কী প্রকৃতির সাম্প্রতিক সেই নিজস্ব সেফটি ভালভ? যা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিশ্ব জুড়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখছে। উত্তর আছে ভবিষ্যতের গর্ভে।

অতীতে অনেক অতিমারির ঘটনা ঘটেছে। সে সব অতিমারি সে সময়ে জনজীবনের ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বিজ্ঞানীদের দাবি তখনও প্রকৃতিগত কারণে বিভিন্ন সংক্রামক রোগে যার ফলে অতিমারি দেখা দিত। অতিমারি দেখা গেছে যিশু খ্রিস্টের জন্মের ৪৫০ বছর আগে এথেন্সে। তাতে ৫ কোটি মানুষের মৃত্যু হয় বলে ধারণা। সংক্রমণ রোগের ইতিহাস ও পুরোনা। পাঁচ হাজার বছর আগে প্রস্তর যুগে কিংম্বা আরও আগে অতিমারির শিকার হতো মানুষ। বর্তমান হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের কথা আমরা জানি এই ভাইরাস ৭০০০ বছর আগেও মানুষের মধ্যে হতো। আমেরিকায় এখন প্রতি বছর অনেকে সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। ৬৫০০ বছর আগেও এই ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপে অসুস্থ হতেন মানুষ। প্রাচীন মানুষের দাঁত থেকে পাওয়া ডিএনএ’র নমুনা সংগ্রহ করে জানা গেছে এই তথ্য। শর্টগান সিকোয়েন্সিং পদ্ধতিতে প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল, দাঁত থেকে ডিএন এ বের করে জিনগত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যাচ্ছে প্যাথোজেন বা জীবাণুর ইতিহাস। এভাবেই সমৃদ্ধ হচ্ছে রোগের তথ্য ভাণ্ডার। ইতিমধ্যে তথ্যভাণ্ডারে জমা পড়েছে জীবাণু সম্পর্কে নানা তথ্য। তাতে জানা যায় প্রস্তর যুগে যে ধরনের জীবাণু ছড়িয়েছিল তার থেকে পরবর্তীকালে জীবাণুর জিনগত পার্থক্য রয়েছে। এরই সাথে গবেষণা চালানো হচ্ছে সেই সমস্ত জীবাণুগুলো কি ভাবে ছনাতো। সাধারণভাবে অনুমান করা হচ্ছে জল, বায়ু, পশুপাখির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়াত।

অনেক দিন আগে থেকেই মানুষের বিভিন্ন রোগের বাহক হিসাবে পশুদের ভাবা হয়েছে। বর্তমানে রোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন প্রায় ৬০ শতাংশ সাধারণ রোগের ও ৭০ শতাংশ সংক্রমণ রোগের উৎস প্রাণীজগৎ। প্রাণীবাহিত রোগকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় জুনেটিক রোগ বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় স্প্যানিশ ফ্লু, বার্ড ফ্লু (উৎস বাদুড় ও বানার) নিপা বাইরাস (শূকর), এইচআইভি (উৎস বানার শিম্পাঞ্জি), মার্স (উৎস উট), সারস (উৎস বাদুড়), জিকা (বানর), ওয়েসট নাইল (বন্যপাখী) ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিগত ৭০ বছরে তিনশোর বেশি এমন প্রাণী জগৎ উদ্ভুত রোগ চিহ্নিত করা হয়েছে। সে, চার দশক পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে প্রতি তিনি বছরের বৃত্তায়নে গৃহপালিত পশু ও বন্যপ্রাণী থেকে মানুষের শরীরের ভাইরাস (জীবাণা) স্থানান্তর দুই থেকে তিন গুণ বেড়েছে। এই সব রোগের জীবাণু ভাইরাস নিশ্চিন্তে ছিল বন্য পশুপাখীদের শরীরে। এগুলোই ছিল তাদের স্বাভাবিক হ্যাবিট্যাট বা বসতি। বিভিন্ন কারণে তাদের পূর্বের বসতি ত্যাগ করে এলো মানুষের শরীরে। নতুন বসতি স্থাপন করতে এলো বিপত্তি। কয়েক রকম জীবাণু নিজের নতুন বসতিতে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য তাদের প্রাণভোমরা অর্থাৎ জিনোমিক বস্তু (বংশগতিয় বস্তু) পরিবর্তন ঘটালো। এই পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন প্রাণঘাতী হয়ে উঠল মানুষের জন্য।

বন্যপ্রাণী থেকে মানুষের শরীরে জীবাণুর প্রবেশের একটি ইতিহাস আছে। একটু বলি। আফ্রিকার জঙ্গলের শিম্পাজ্ঞি শিকার হয়ে চালান হথো চিড়িয়াখানায়। অসাধু ব্যবসায়ীরা অর্থের লোভ দেখিয়ে, অনেক সময় বন্দুক দেখিয়ে জঙ্গলের সহজ সরল অধিবাসীদের শিম্পজি শিকার করতে বাধ্য করাতো। এই শিকারকে কেন্দ্র করে মানুষে ও শিম্পাঞ্জির যুদ্ধ চললে শিম্পাঞ্জির আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হতো মানুষ। এই ভাবে আঁচড়ে শিম্পাঞ্জির শরীরে থাকা নিস্ক্রিয় এইচ আইভি ভাইরাসের বসত বদল ঘটল, এলো মানুষের শরীরে। একটা সময়ে এই অধিবাসীদের অনেকেই শ্রমিক হিসেবে কিম্বা কৃতদাস হিসেবে চালান করা হলো তথাকথিত সভ্যদেশ জার্মানি, বেলজিয়াম, ইল্যান্ড, ফ্রান্সে। ১৯১০-১৯২০ সালের মধ্যে মারণ এইচ আইভি ছড়িয়ে পড়ল আফ্রিকার আদিম জঙ্গলের ঘুম ভাঙ্গানো অভিশাপ আজ হানা দিয়েছে সভ্য মানুষের ঘরে ঘরে। নিপা ভাইরাসের নাম আমরা শুনেছি। মালয়েশিয়ার সুঙ্গাই নিপাহ গ্রামে প্রথম এই ভাইরাস ধরা পড়ে। এই রোগের জ্বরের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যথা, বমি ঝুমনি ধরা দেখা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায় বাদুড় এই রোগের বাহক। বাদুড়ের আধখাওয়া ফল শুকর মানুষ বাহাক হয়ে নিপা ভাইরাস এখন মানুষের শরীরে মিউটেশন ঘটিয়ে মানুষ থেকে মানুষের সংক্রমণ বিপদ ডেকে এনেছে।

বাদুড়ের মাংস খাওয়ার লোভে লাইলনের ফাঁস জালের ফাঁদে তাদের বন্দি করে লোভী মানুষ বাদুড়কে খাদ্য তালিকায় এনেছে। বনাঞ্চল ধ্বংস করে বাদুড়কে বাধ্য করেছে লোকালয়ে আসতে। ফলসরূপ ইবোলা ভাইরাসের আফ্রিকা মহাদেশে হানা। একশো বছর আগে ১৯১৮ সালে ইউরোপ থেকে এইচওয়ানএনওয়ান ভাইরাস ঘটিত স্প্যানিশ ফ্লু সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৮-২১ এই তিন বছরে মধ্যে গোটা বিশ্বে পাঁচ কোটির ও বেশি মানুষ মারা যা এই রোগে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর মধ্যে আমাদের ভারত ও ছিল। ঘন বসিত ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীর অতিমাত্রায় চলাচলে এই অতিমারি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছিল। উল্লেখ্য সেই সময় আজকের মতো রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি ছিল না বললে চলে। ১০ বছর আগে বাডত ফ্লু রুখতে হাজার হাজার হাঁস মুরগি প্রশাসন মেরে ফেলেছিল যাতে এই রোগের ভাইরাস জনমানসে ছড়িয়ে না পড়ে। সফল ও হয়েছিল প্রসাশন। তবে এই রোগের সংক্রমণের ভয় পুরোপুরি কাটেনি। যে কোনো সময়ে ফিরতে পান্দের বার্ড ফ্লু। এবোলো, এইচ আই ভি সারস, মার্স বারড ফ্লু এইসব রোগগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সম্ভাব্য মহামারী সম্পর্কে বিপদ সংকেত দিয়েছিল, অতিমারি করোনা সেই সংকেতকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। চীনে হুবাই প্রদেশের উহান শহরে করোনার আবির্ভাব। উহানে রয়েছে বন্যপ্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। ওখানে গৃহপালিত প্রাণীর সঙ্গে বিক্রি হয় নেকেড়ের বাচ্চা ইঁদুর বাদুড় শেয়াল ইত্যাদি। সংবাদ মাধ্যমে খবর এখানকার বন্যপ্রাণীর মাংসের বাজারে বাদুড় ও পেঙ্গালীনের মাংস থেকে একদল খদ্দেরের কাছ থেকেই করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয়। মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছিল ২০১৯-এর ডিসেম্বর মাসে।

সব্যসাচীর পর মমতার বাড়িতে কৃষ্ণাও বিধাননগরের মেয়র কে, জল্পনা তুঙ্গে

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী জিতলেন এ বারও। জিতে সব্যসাচী দত্তের মতো তিনিও গেলেন দলনেত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে। সেখান থেকে বেরিয়ে বলেন, ‘‘আজ মানুষকে ধন্যবাদ জানানোর দিন। মানুষ যাকে জেতায়, সেই শেষ কথা বলে।’’

বিধাননগরে জয় নিশ্চিত হতেই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দলনেত্রীর বাড়িতে আসেন সব্যসাচী। সেখান থেকে ফিরহাদ হাকিমের বাড়ি হয়ে তিনি যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। দু’জনে হাসিমুখে সংবাদমাধ্যমের সামনেও আসেন। তার কিছু ক্ষণের মধ্যেই ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী ঘোষণা করা হয় কৃষ্ণাকে। সেই খবর পেয়েই সল্টলেক থেকে কৃষ্ণার গাড়ি ছোটে কালীঘাটের পথে। মমতার ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে গিয়ে দলনেত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলপ্রার্থী ছিলেন আর এক প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত। দু’জনেই জিতেছেন। স্বভাবতই জল্পনা তৈরি হয়েছে, এ বার বিধাননগরের মেয়র হবেন কে, কৃষ্ণা না সব্যসাচী? জয়ের পর এ দিন দু’জনেই আলাদা আলাদা ভাবে মমতার কালীঘাটের বাড়িতে এসে দেখে করেন।

সব্যসাচী দলনেত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর গিয়েছিলেন অভিষেকের অফিসেও। তিনিও কি যাবেন অভিষেকের সঙ্গে দেখা করতে? জবাবে কৃষ্ণা বলেন, ‘‘অভিষেক আমার পুত্রসম। জন্মের পর ওঁকে কোলে করে আমি বাড়ি এনেছি। ওঁর নেত্রীও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার নেত্রীও। তবে ওঁর সঙ্গে এখন দেখা করার কোনও পরিকল্পনা আমার নেই।’’ সব্যসাচী দেখা করে গিয়েছেন অভিষেকের সঙ্গে, প্রসঙ্গ তুলতেই কৃষ্ণার জবাব, ‘‘কে কার সঙ্গে দেখা করবে, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি কৃষ্ণা চক্রবর্তী, আমার নিজের বিবেচনায় কাজ করি।’’

প্রসঙ্গত, ফল প্রকাশের পরেই একটি সাক্ষাৎকারে কৃষ্ণা প্রসঙ্গে দলনেত্রী মমতা বলেন, ‘‘কৃষ্ণা আমার চিরকালের সহসাথী। ওদের প্রত্যেককে আমি খুব ভাল করে চিনি। আজকের সম্পর্ক তো নয়, ৮৪ সালে আমি যখন যাদবপুরে এমপি হয়ে দিল্লি গিয়েছিলাম, তখন কৃষ্ণা আমার সঙ্গে গিয়েছিল। ৫ বছর আমার সঙ্গে ছিল। আমরা দু’জনে রান্না করতাম। এবং কৃষ্ণা প্রেম করে যে বুয়া (সমীর চক্রবর্তী)কে বিয়ে করেছে, সেটাও আমার বাড়ি থেকেই। ওর অনেক মজার গল্প আছে। আমি চাইব, কারও বিরুদ্ধে কোনও বিদ্বেষ নয়। আমাদের উদ্দেশ্য, সবাই যাতে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি।’’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ঘোকসাডাঙ্গায় ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি উন্মোচন

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গায় মনীষী রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ১৫৭ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে সোমবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আটপুকুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চানন বর্মা ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচিত হল। পাশাপাশি বিধায়ক তহবিল থেকে প্রাপ্ত প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত শৌচাগারেরও উদ্বোধন করা হয়। রায়সাহেবের মূর্তির উন্মোচন করেন পঞ্চানন অনুরাগী ও পঞ্চানন গবেষক তথা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গিরীন্দ্রনাথ বর্মন অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির উন্মোচন করেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরিমোহন বর্মনের আর্থিক সহায়তায় মনীষী রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার মূর্তি এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর্থিক সহায়তায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরিমোহন বর্মন, প্রদীপরঞ্জন রায়, বিজয়কৃষ্ণ দাস, দীপক চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি এদিন বিধায়ক তহবিলের প্রাপ্ত প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত শৌচাগারের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। ব্লকের বিভিন্ন জায়গাতেও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন পালন করা হয়।

ডাম্পারের ধাক্কায় একজনের মৃত্যুতে রণক্ষেত্র উলুবেড়িয়া

উলুবেড়িয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) ডাম্পারের ধাক্কায় একজনের মৃত্যুতে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে হাওড়ার উলুবেড়িয়া। সোমবার এই দুর্ঘটনায় আমতা রোডে একজনের মৃত্যু হয়। এরপরই ধুন্ধুমার শুরু হয়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা পরপর ৩টি ডাম্পারে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘাতক ডাম্পারের চালক পলাতক। পুলিশকে লক্ষ্য ইট ছোড়ার অভিযোগও উঠেছে। আগুন নেভাতে গেলে দমকলের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামলাতে পাল্টা লাঠি চালায় পুলিশ। নামে র‍্যাফ।এদিকে, রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থানা এলাকায় ৪১ নম্বর নম্বর জাতীয় সড়কের হাঁসগেড়িয়ার কাছে এই পথ দুর্ঘটনায় ঘটে। এই দুর্ঘটনার দুজনের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত হয়েছে আরও ২ জন। আহতরা তমলুক জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রের খবর, নন্দকুমারে ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কে হাঁসগেড়িয়ার কাছে একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দোকানে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলে দুজন মারা যায় এবং আহত দুজনকে তমলুক জেলা হাসপাতালে আনা হয়।

সর্বদা জাতিকে প্রথমে রাখুন বার্তা ধনকরের

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সোমবার পুলওয়ামা কান্ডের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সিআরপিএফ ও পুলওয়ামা-কে ট্যাগ করে টুইটারে তিনি লেখেন, "২০১৯ সালের এই দিনে সেই সমস্ত শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের জাতির জন্য অসামান্য পরিষেবার উদাহরণ। তাঁদের সাহসিকতা এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ প্রতিটি ভারতীয়কে একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ দেশ তৈরির দিকে কাজ করার জন্য প্রেরণাদায়ক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। সর্বদা জাতিকে প্রথমে রাখুন। প্রসঙ্গত, পুলওয়ামা কান্ডের ঠিক পরে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওভাল অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "এই মুহূর্তে দুই দেশের মধ্যে যা চলছে, তা ভয়ঙ্কর। আমরা চাই এই হিংসা এবার বন্ধ হোক। আমরা এটা (হিংসা থামানোর প্রক্রিয়া)-র সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত। ভারত অদূর ভবিষ্যতে শক্তিশালী পদক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। এই হানায় ভারতের প্রায় ৫০ জন সেনা মারা গিয়েছেন।

কাছাড়ের গুমড়ায় বাইক দুর্ঘটনায় হত যুবক

গুমড়া (অসম), ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত গুমড়ার পার্শ্ববর্তী করচূড়ায় মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তরতাজা যুবকের। গতকাল রবিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটি। নিহত যুবককে কৈয়াজানি গ্রামের বাসিন্দা জনৈক বিজন চুতিয়ার ছেলে বিশ্বজিৎ চুতিয়া বলে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, কালাইন হাসপাতালের পাশে নিজের কম্পিউটারের দোকান থেকে গতকাল রাতে তিনি তাঁর পালসার বাইক বাড়ি যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথে গুমড়ার করচূড়ায় দণ্ডায়মান একটি ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা লাগে বিশ্বজিৎ চুতিয়ার মোটর বাইকের। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়েন তিনি। ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে বাইকটি ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেছে। বিশ্বজিতের মাথায় হেলমেট থাকলেও তাঁর ঘাড় মচকে ভেঙে গিয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় বিশ্বজিৎকে কালাইন হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই প্রাণ হারান তিনি। এদিকে দুর্ঘটনার পর মুহূর্তেই ট্রাকটি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় চালক। উল্লেখ্য, কালাইন লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এবং সত্যরঞ্জন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বিশ্বজিতের মৃত্যুর খবর চাউর হলে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। আজ বিশ্বজিতের মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

দুটির করুণ পরিণতির জন্য জনগণের কাছে বিচার চাইল কর্মচারী সংস্থা

শিলচর (অসম), ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সরকারি উদাসীনতায় অসমের কাগজ কল দুটির করুণ পরিণতিতে জনগণের কাছে বিচার চাইল কর্মচারীদের সংস্থা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অব রিকগনাইজড ইউনিয়ন (জাকরু)। জাকরু সভাপতি মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক আনন্দ বরদলৈরা উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারতে করুণ অবস্থা সংসদে বর্ণনা করেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। সংসদে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, সকাল বেলায় খবরের কাগজ হাতে নিয়ে পড়ে দুঃখ হয়, ভারতের কাগজকল বন্ধ করে বিদেশ থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকার কাগজের জন্য মন্ড (পাল্প) বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। তার উপর আরও ৪০ হাজার কোটি টাকার কাগজ এনে দেশের যোগান মেটানো হচ্ছে। উপরন্তু ২৫ / ৩০ হাজার কোটি টাকার কাঠ আনা হচ্ছে। অথচ আমাদের দেশেই অনেক পতিত জমি পড়ে আছে যার সদ্ব্যবহার করে দেশের কাগজ শিল্পের উন্নয়ন করে কাগজের চাহিদা মেটানো যায়।

জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অব রিকগনাইজড ইউনিয়নের সভাপতি মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক আনন্দ বরদলৈ বলেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহন ধারিয়া কাগজ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিস্তারিত প্রকল্প বা প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়নি।প্রধানমন্ত্রী দেশের শিল্প আর যুব সমাজের কর্মসংস্থান সহ ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় বৃহৎ কাগজ শিল্প পুনরুজ্জীবিত করে আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন সফল করবেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতির সম্মান রক্ষা করবেন কিনা জানতে চেয়েছেন তাঁরা।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিলেন মদন মিত্র

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): সোমবার ফল প্রকাশ হয় বিধাননগর পুরভোটের। অপরদিকে, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের ১০৮টি পুরসভায় নির্বাচন। কামারহাটিতেও ভোট। আর তার আগেই সপ্তাহের শুরুর দিনেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিলেন কামারাহাটি বিধায়ক মদন মিত্র। কামারহাটি পুরসভার ভোটের আগেই এদিন তৃণমূলের ৩৫জন প্রার্থীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুজো দেন মদন মিত্র। শুধু পুজোই দেননা এমনকি গানও গান তিনি। পুলওয়ামাকাণ্ডের স্মরণে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শোকজ্ঞাপন করে জোড়া জবা ফুল, চকোলেট দিয়ে পুজো দেন কামারহাটি বিধায়ক মদন মিত্র।

সীতামারিতে বসছে বিশ্বের সর্বোচ্চ সীতামূর্তি

পাটনা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এবার বিহারের সীতামারিতে বসতে চলেছে সীতার দীর্ঘতম মূর্তি। এর উচ্চতা হবে ২৫১ মিটার। এটিই বিশ্বের সর্বোচ্চ সীতামূর্তি হবে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। জানা গেছে, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় এই মূর্তি তৈরি করছে রামায়ণ গবেষণা পরিষদ। সূত্রের খবর, অযোধ্যায় রামায়ণ গবেষণা পরিষদে ভবিষ্যতে রামায়ণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হবে। রামের চিন্তা ভাবনা, নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা ও প্রচার হবে ওই পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য। রামমন্দিরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই অযোধ্যায় একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে রামমন্দির ট্রাস্ট। এর পিছনে উত্তরপ্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরিপূর্ণ মদত রয়েছে। রামায়ণ গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে মার্চ মাসে রামায়ণভিত্তিক দুটি বইও প্রকাশিত হতে চলেছে। এই বইদুটি ভবিষ্যতে রামায়ণ গবেষকদের কাছে আকর গ্রন্থ হয়ে থাকবে বলে পরিষদের দাবি। ২০২০ সালে ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রাথমিক সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই মন্দির লাগোয়া চত্বরে সূর্য, গণেশ, শিব, দুর্গা বিষ্ণু এবং ব্রহ্মারও মন্দির হবে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পর থেকে অয়োধ্যায় রামমন্দির নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়।বহু মামলা-মোকদ্দমা হয়। জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী, অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। ২০২৫ সালের মধ্যে রামমন্দির তৈরি হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট।

দুয়ারে সরকার' শিবিরে ব্যবহার করা যাবে না মমতার ছবি

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সামনে পুরনির্বাচন। রাজ্যের ১০৮ পুরসভায় লড়াই। তার আগে রাজ্যের 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প নিয়ে বড়সড় নির্দেশিকা দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৭ তারিখ পুরভোটের আগে সরকারি কাজে যাতে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ না ওঠে, তা এড়াতেই এই নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ব্যবহার করা যাবে না এই শিবিরে। এমনই জানিয়ে দিল কমিশন। কোনও মন্ত্রীও শিবিরে যেতে পারবেন না। তবে নাগরিক পরিষেবায় 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পে কাজ হবে, তাতে কোনও অসুবিধা নেই বলে জানিয়েছে কমিশন। রাজ্যে পুরভোটের মাঝেই চলছে 'দুয়ারে সরকার' শিবির। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রকল্প আসলে নাগরিক পরিষেবাকে আরও হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়া। অনেক প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট, যা পেতে অনেক সময় লাগছে, সেসব অতি দ্রুত এই 'দুয়ারে সরকার' শিবির থেকে সহজেই মিলছে। সেই কারণে বছরে একাধিবার এই শিবির করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোট চলাকালীনও নাগরিক পরিষেবায় সেই কাজ চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত প্রকল্প হওয়ায় তাঁর ছবি দিয়েই 'দুয়ারে সরকারে'র পোস্টার তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক শিবিরে সেই ছবি দেওয়া থাকে। কিন্তু সরকারি প্রকল্পে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীর ছবি থাকলে আসন্ন ভোটে তার প্রভাব পড়তে পারে, এই ভাবনায় 'দুয়ারে সরকার' শিবির থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সরানোর নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। কমিশনের নির্দেশ, কোনও রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীর ছবিও রাখা যাবে না। এমনকী তাঁরা কেউ এই শিবির পরিদর্শনেও যেতে পারবেন না ২৭ তারিখ পর্যন্ত।সোমবার ৪ পুরনিগমে ভোটের ফলপ্রকাশের পর এই নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, চার পুরনিগমেই নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বারদুয়ারী এলাকায় একটি লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম তজিবুর রহমান (২৩)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের মালিওর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাঘবপুর এলাকায়। তার দোকান থেকে প্রায় ১১৫ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ যার আনুমানিক বাজারমূল্য কুড়ি হাজার টাকা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই ব্যক্তি লাইসেন্স ছাড়াই রমরমিয়ে দোকান চালাত। যেখান থেকে বিক্রি হতো নিষিদ্ধ বিভিন্ন ওষুধ।

উদ্ধার পরিত্যক্ত কুয়োতে পড়ে যাওয়া হাতি শাবক

লালগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : লালগড় রেঞ্জের পাটাঝরিয়া এলাকার পরিত্যক্ত একটি কুয়োতে পড়ে যায় হাতির শাবক। প্রায় ছয় ঘণ্টা পর বনদফতরের কর্মীরা এসে উদ্ধার করে হাতিটিকে। সূত্রের খবর, রবিবার গভীর রাতে বন দফতরের মেদিনীপুর বন বিভাগের অধীন লালগড় রেঞ্জের পাটাঝরিয়া এলাকার একটি পরিত্যক্ত কুয়োতে হাতির একটি শাবক কোনও ভাবে পড়ে যায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। এরপরই ঘটনাস্থলে যায় বনকর্মী, দমকল ও পুলিশ। কিন্তু সোমবার সকাল পর্যন্ত হাতির শাবকটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এদিকে, দীর্ঘক্ষণ ওই কুয়োতে পড়ে থাকার কারণে শাবকটি চিৎকার করতে শুরু করে। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা চালায় দমকল ও বনকর্মীরা। শেষমেশ বন দফতর ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে জিসিপি এনে গর্ত খুঁড়ে হাতিটিকে থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা পরে উপরে উঠে আসে হাতির শাবকটি। শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। এবং ওই হাতিটির উপরে নজর রাখা হচ্ছে এমনই জানানো হয়েছে বনদফতরের পক্ষ থেকে।

বাম-তৃণমূলের লড়াই দেখতে মুখিয়ে বালুরঘাটবাসী

বালুরঘাট, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অপর্ণা না অনুশ্রী বালুরঘাট পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে এই প্রশ্নটা ঘুরছে প্রায় মুখে মুখে। কারণ, লড়াইটা বাম-তৃণমূলের, তার চেয়েও বড় কথা মা-মেয়ের।

২৫ টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত বালুরঘাট পুরসভা। তার মধ্যে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের লড়াই এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। বামফ্রন্টের তরফে আরএসপি প্রার্থী হয়েছেন মা অপর্ণা মহন্ত। প্রতিপক্ষ হিসেবে তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়েছেন তাঁর মেয়ে অনুশ্রী মহন্ত। দেওয়াল লিখনে একে অপরকে টেক্কা দেওয়া তো বটেই, বাড়ি বাড়ি প্রচারেও একে অপরকে পেছনে ফেলতে মরিয়া তাঁরা। ওই ওয়ার্ডে বিজেপি নয়, তৃণমূল আর বাম প্রধান প্রতিপক্ষ বলে দাবি।

দুই ভিন্ন মেরুর রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলেও তাঁদের সম্পর্কে থাবা বসেনি এতটুকু। তবে ভোটের ময়দানের কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতে রাজি নয় সেখানে। এদিকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে অভ্যস্ত মা ও মেয়ের মধ্যে কাকে নির্বাচিত করলে ভাল হবে, তা নিয়ে সন্দিহান ওই এলাকার ভোটার তথা নাগরিকরা। এই ঘটনাকে ঘিরে পুরো রাজনৈতিক মহলের বিশেষ নজর পড়েছে ওই ওয়ার্ডটিতে। বামপ্রার্থী অপর্ণা মহন্ত বলেন, "আমার স্বামী কট্টর বামপন্থী তথা আরএসপি'র হয়ে সারা জীবন কাজ করছেন। স্বামীর ইচ্ছার কারণে আমি বাম প্রার্থী হয়েছি। আমার মেয়েও জামাইয়ের কথায় প্রার্থী হয়েছে। আমার আদরের মেয়ে অনুশ্রী। আমাদের সম্পর্ক মধুর আছে। তবে আমিই নির্বাচিত হব এই ওয়ার্ডে। এখানে রাস্তাঘাট, ড্রেন, জলের সমস্যা। নির্বাচিত হয়ে আমি এই কাজগুলোই আগে করব।" অপরদিকে মেয়ে অনুশ্রী মহন্ত জানান, "ভোটের কারণে সম্পর্কে কোনও বাধা হবে না।

সিআইটিইউর তরফ থেকে সোমবার আগরতলায় তুষার কান্তি রায়ের স্মরণে সভার আয়োজন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গোয়ায় ভোট পড়েছে ৭৭ শতাংশ হারে

পানাজি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোমবার এক দফাতে ভোট গ্রহণ হল গোয়া বিধানসভায়। এদিন শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে গোয়া বিধানসভার ৪০ আসনের ভোট গ্রহণ। গোয়া নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গোয়ায় ভোট পড়েছে ৭৭ শতাংশ হারে। সোমবার ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল গোয়ার ৪০টি আসনের। এদিন গোয়ায় ভাগ্য নির্ধারণ হল ৩০১ জন প্রার্থী। গোয়ায় এক দফার নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সকাল ৭টায় শুরু হয়ে চলে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিকাল ৫টা পর্যন্ত গোয়ায় ৭৫.২৯ শতাংশ হারে ভোট পড়ে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৭৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। গোয়ায় মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য "পিঙ্ক" বুথ তৈরি করা হয়েছিল। হিমাচল প্রদেশের পর গোয়া হল দ্বিতীয় রাজ্য যা এই ধারণাটি বাস্তবায়ন করেছে। এবার গোলাপি পোশাক পরে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করেছেন নারীরা। গোয়ায় ৪০টি আসনে মোট ৩০১ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হয়। গোয়াতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি ও কংগ্রেস হলেও, এবারের নির্বাচনে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যোগ দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি। দুই দলই নিজের রাজ্য সীমানা পার করে সৈকত শহরের জমি দখলে মরিয়া। গোয়ার উল্লেখ্যযোগ্য প্রার্থীরা হলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত, কংগ্রেসের দিগম্বর কামাত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী চার্চিল আলেমাও, গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির বিজয় সরদেশাই, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর পারিকরের ছেলে উৎপল পারিকর, যিনি বিজেপি ছেড়ে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। ১১ লক্ষেরও বেশি গোয়াবাসী রাজনৈতিক দলগুলির ভাগ্য নির্ধারণ করেন আজ।

এয়ার ইন্ডিয়া-র নতুন সিইও ইলকার আয়সি

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এয়ার ইন্ডিয়ার দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হল তুরস্ক এয়ারলাইন্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইলকার আয়সির হাতে। সোমবার টাটা গোষ্ঠীর তরফে অফিশিয়ালি ঘোষণা করা হয় এয়ার ইন্ডিয়া-র নতুন সিইও এবং এমডি পদে ইলকার আয়সিকে নিয়োগ করা হয়। সূত্রের খবর, ২০২২-এর ১ এপ্রিলের মধ্যেই অফিশিয়ালি তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ ইলকার আয়সিকে টাটা গোষ্ঠীতে স্বাগত জানান। ইলকারকে 'বিমান শিল্পের একজন নেতা' হিসেবে উল্লেখ করে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান বলেন, 'ওঁর নেতৃত্বেই সাফল্যের মুখ দেখেছে তুরস্ক এয়ারলাইন্স। আমরা ইলকারকে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। তিনি এয়ার ইন্ডিয়াকে নতুন যুগে নিয়ে যাবেন।'টাটা গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে ইলকার আয়সির প্রতিক্রিয়া, 'এয়ার ইন্ডিয়ার মতো একটি 'আইকনিক এয়ারলাইন্স'-এ কাজের সুযোগ পেয়ে গর্বিত। একইসঙ্গে আনন্দিত। টাটা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে এয়ার ইন্ডিয়ায় সহকর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করব।' ইলকার জানান, বিশ্বের অন্যতম সেরা এয়ারলাইন্স হিসেবে এয়ার ইন্ডিয়াকে গড়ে তুলতে এর 'হেরিটেজ'কে কাজে লাগাবেন। জানুয়ারিতেই রুগণ এয়ার ইন্ডিয়াকে কেন্দ্রের হাত থেকে অধিগ্রহণ করে টাটা গোষ্ঠী। এয়ার ইন্ডিয়াকে চাঙ্গা করতে অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষস্থানীয় পেশাদারদের নিয়োগের পরিকল্পনা করে টাটা। সূত্রের খবর, টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ নিজেই এয়ার ইন্ডিয়ার নতুন বোর্ডের নেতৃত্ব দেবেন। ১৯৭১-এ ইস্তানবুলে জন্ম আয়সির। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক পাশ করে, বিলকেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে পড়াশোনা। পরে, ব্রিটেনের লিডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণা করেন। কর্মজীবনে তুরস্ক এয়ারলাইন্স ছাড়াও ওয়ার্ল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইনভেসমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি, রিপাবলিক অফ তুরকি ইনভেস্টমেন্ট সাপোর্ট অ্যান্ড প্রোমোশন এজেন্সির মতো একাধিক সংস্থার চেয়ারম্যান-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। ১৮ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে টাটা গোষ্ঠীর হাতে এয়ার ইন্ডিয়া বিমানসংস্থার সম্পূর্ণ পরিচালন ভার তুলে দেওয়া হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের পরদিনই সরকারি ভাবে তারা এয়ার ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করে।

কর্ণাটকের স্কুলে ফের হিজাব বিতর্ক

বেঙ্গালুরু ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : স্কুল খুলতেই ফের হিজাব বিতর্ক শুরু কর্নাটকে। সোমবার সকালেই হিজাব পরে আসায় এক পড়ুয়াকে স্কুলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে কর্নাটক হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী স্কুল খুললেও সেখানে কোনও প্রকার ধর্মীয় পোশাক পরে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সুতরাং স্কুলে ঢুকতে গেলে হিজাব খুলতে হবে। ইতিমধ্যেই স্কুলের এক শিক্ষিকার সঙ্গে এক অভিভাবকের বচসার ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছে। সোমবার মাণ্ড্য জেলায় একটি সরকারি স্কুলে ছাত্রীদের হিজাব পরতে নিষেধ করা হয়। শিক্ষিকারাই স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদের হিজাব খুলে ঢুকতে বলেন। তা নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিও হয় শিক্ষিকাদের। তাঁদের যুক্তি, কর্ণাটক হাইকোর্ট হিজাব বিতর্কের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব সহ সমস্ত ধর্মীয় পোশাক পরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এব্যাপারে ওই স্কুলের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, এক শিক্ষিকা কোনও এক ছাত্রী হিজাব খুলে স্কুলে ঢুকতে বলছেন। সেই ছাত্রীর অভিভাবক শিক্ষিকাকে অনুরোধ করেন, তাদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হোক। ঢোকার পর তারা হিজাব খুলে রাখবে। কিন্তু তাতেও শিক্ষিকা রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত ছাত্রীদের স্কুলের গেট থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।স্কুলের অধ্যক্ষা জানান, ওই ছাত্রী বোরখা খুলতে আপত্তি করেনি। তার আপত্তি ছিল হিজাব খোলা নিয়ে। কিন্তু সে এবং অন্য সহপাঠীরা কোনও অনুরোধই কানে তোলেনি। অভিভাবকদের পাল্টা দাবি, মেয়েরা এদিন পরীক্ষা দিতে এসেছিল। তাদের পরনে বোরখা ছিল না। শুধু হিজাব ছিল। এতদিন পর্যন্ত হিজাব পরে স্কুলে এসেছে। সোমবার আচমকাই স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের বাধা দেয়।যে জেলায় হিজাব-কাণ্ডের সূত্রপাত, কর্ণাটকের সেই উদুপিতে গত ডিসেম্বর মাসে নবম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে হিজাব পরে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এক ছাত্রীই একটি সংবাদমাধ্যমে এমন অভিযোগ করে। শিবমগ্গার একটি স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণির ১৩ জন ছাত্রীকে হিজাব পরে আসার কারণে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

চালসায় গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই ব্যক্তি

চালসা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির চালসা লাটাগুড়িমুখী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের গরুমারা গেট সংলগ্ন জঙ্গলের রাস্তায় ছোট গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই ব্যক্তি। দুজনই বাইকের আরোহী। সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত দুই ব্যক্তির নাম সুরজ সা ও রমেশ গোস্বামী। দু'জনই মালবাজারের বাসিন্দা। ছোট গাড়ির লোকজন পলাতক। এদিন ওই ছোট গাড়িটি চালসা থেকে লাটাগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। উলটো দিক থেকে বাইকে করে দু'জন আসছিল। ওই এলাকায় তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে বাইকটি জাতীয় সড়ক থেকে ছিটকে পরে যায়। আহত দুই বাইক আরোহীকে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তাদের মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। মেটেলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও ছোট গাড়ি উদ্ধার করে চালসার ক্যাম্পে নিয়ে আসে।

অন্যদিকে, এদিনই জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় আহত হল এক ব্যক্তি। এদিন সকালে ঘটনাটি ঘটে লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের মধ্যবর্তী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে। এদিন একটি ছোট গাড়িতে করে এক ব্যক্তি লাটাগুড়ি থেকে চালসার দিকে আসছিল। আসার পথে জঙ্গলের মাঝে জাতীয় সড়কের ধারে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরে যায়। ঘটনায় সামান্য আহত হয় ব্যক্তিটি। খবর পেয়ে মেটেলি থানার পুলিশ গিয়ে গাড়িটি উদ্ধার করে চালসার ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

পুলওয়ামায় শহিদ জওয়ানদের স্মৃতিতে পড়ুয়াদের মিছিল জম্মু ও কাশ্মীরে

কুপওয়ারা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পুলওয়ামার তৃতীয়বর্ষে শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের পড়ুয়ারা।সোমবার শহিদ জওয়ানদের স্মৃতিতে মিছিল বের করেন পড়ুয়ারা। আজ পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলার তৃতীয়বর্ষ। পুলওয়ামা হামলায় শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা স্মৃতিতে সোমবার কুপওয়ারার লোলাব উপত্যকায় মিছিল বের করেন পড়ুয়ারা। শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতেই বের করা হয় ওই মিছিল। শহিদ স্মরণে কুপওয়ারার ক্রুসান এবং ধেরিয়াতে বের করা হয় ওই মিছিল। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের এই দিনে পুলওয়ামায় জইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি আধা সেনাবাহিনীর বাসে ধাক্কা দিলে প্রায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান নিহত হন।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ত্বকের পরিচর্যা করুন আয়ুর্বেদের নিয়ম মেনে, ত্বক থাকবে কোমল ও মসৃণ

শীতকাল কিন্তু ইতিমধ্যেই দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে দিয়েছে। আর শীতকাল আসা মানেই, ত্বক শুষ্ক-রুক্ষ ও নিস্তেজ হয়ে যাওয়া। এই সময় ত্বক নিজের স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে। তাই ত্বকের একটু অতিরিক্ত যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তবে আয়ুর্বেদিক মতে ত্বকের যত্ন নিলে আপনার ত্বক আরও কোমল ও মসৃণ হয়ে উঠবে।

প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদ ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আয়ুর্বেদ কিন্তু কেবলমাত্র স্বাস্থ্য ভাল রাখার টিপস দেয় না, পাশাপাশি ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা নিরাময়ের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কার্যকরী। তাই শীতকালে ত্বকের যত্ন নিতে বাজারের কেমিক্যালযুক্ত পণ্য ব্যবহারের পরিবর্তে আয়ুর্বেদকে বেছে নিন, আর দেখুন ম্যাজিক! তাহলে দেখে নিন, আয়ুর্বেদ মতে শীতকালে ত্বকের যত্ন নিতে কী করবেন -

১) স্বাস্থ্যকর খাবার খান

আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তা আমাদের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বকের উপরেও প্রভাব ফেলে। তাই শীতকালে খাদ্যতালিকায় এমন খাবার রাখুন, যা আপনার ত্বককে হাইড্রেট রাখতে সক্ষম, যেমন - বাদাম, ডাল, দুধ এবং অলিভের মতো খাদ্য। আয়ুর্বেদিক মতানুসারে, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া ত্বকের উপর থেরাপিউটিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম এবং ত্বককে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও ময়েশ্চারাইজ রাখতে সহায়তা করে।

২) আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ করুন

শীতকালে ত্বকের ম্যাসাজ অত্যন্ত উপকারি। ম্যাসাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এসেনশিয়াল অয়েল এবং ভেষজগুলি, ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সহায়তা করে। এই ম্যাসাজ ত্বকের রক্ত সঞ্চালনকে বৃদ্ধি করে এবং ত্বককে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তুলতেও সহায়তা করে। সপ্তাহে দু”দিন আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ করার চেষ্টা করুন।

৩) আয়ুর্বেদিক ফেস প্যাক

শীতকালে ত্বকের যত্নের ক্ষেত্রে গোলাপের পাপড়ি, শতবরী, আমলকি, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, অশ্বগন্ধার মতো বিভিন্ন ভেষজ ব্যবহার করুন। ঘরোয়া ফেসপ্যাকে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন, কারণ এগুলি ত্বককে স্বাস্থ্যকর ও ময়শ্চারাইজ রাখতে পারে।

৪) ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খান

শীতকালে খাদ্যতালিকায় ডিম, দই, দুধ, টমেটো, টুনা, স্যালমনের মতো ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। শীতকালে সূর্যের তীব্রতা তুলনামূলক কম থাকে, তাই শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হতে পারে। তাই ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবারগুলি খান কিংবা ঘরে তৈরি ফেসপ্যাকগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করুন।

অ্যাসপিরিন খান তাহলে সাবধান হার্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে

নতুন এক গবেষণা জানাচ্ছে, অ্যাসপিরিন হৃদযন্ত্রের সমস্যা অন্তত ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে। তবে এর সঙ্গে ওবেসিটি, ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, হাই কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, কার্ডিয়োভাসকুলার সংক্রান্ত অন্য সমস্যাও ঝুঁকি বাড়ায়।

ইএসসি হার্ট ফেলিওর জার্নালে এ সংক্রান্ত গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে।

জার্মানির ইউনিভার্সিটি অফ ফ্রেইবার্গের ড় ব্লেরিম মুজাজ বলেন, অ্যাসিপিরিন ব্যবহার এবং এর জেরে হৃদযন্ত্রের সমস্যাঘটিত গবেষণা এই প্রথম। এই গবেষণার ফল আগামি দিনে খুবই কার্যকরী হবে। যদিও এখনও খুব স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না, অ্যাসপিরিন নিলেই হার্ট ফেলিওরের আশঙ্কা থাকছেই। তবে বিষয়টি নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে এবং এ সংক্রান্ত আরও গবেষণা আগামি দিনে জরুরি।

এ বিষয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। ৭,৬৯৮ জন অ্যাসপিরিন নিয়েছিলেন। তার পর তাদের উপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। তবে সমীক্ষার ফলের একেবারে শেষ ধাপে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, যতক্ষণ না এ বিষয়ে আরও বেশি তথ্য হাতে আসে ততক্ষণ

সংশ্লিষ্ট রোগীকে অ্যাসপিরিন দেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিতকদের আরও বেশি সতর্ক থাকা জরুরি।

৭ত্তসাবধান! ক্যানসার ও হার্টের ঝুঁকি দ্বিগুন বাড়িয়ে দেয় অতিরিক্ত ফ্যাট বা তেল জাতীয় খাবার, জেনেনি

নিজেদের অজান্তেই ফ্যাট জাতীয় খাবার অতিরিক্ত খেয়ে ফেলি আমরা। অতিরিক্ত তেল-মশলা যুক্ত খাবারও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। অতিরিক্ত ফ্যাট বা তেল জাতীয় খাবার খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে তা দেখে নেয়া যাক-

১. ওজন বৃদ্ধি- অতিরিক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার খেলে শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায়।

যখনই শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি ঢোকে, আমাদের পেশীগুলো ফুলে যায়। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাবে। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, ক্যানসার, গলব্লাডার, হাইপারটেনশনের মতো রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। তাই অতিরিক্ত তেল ও ফ্যাট জাতীয় খাবার বর্জন করাই ভাল।

২. হার্টের অসুখ- ফ্যাট জাতীয় খাবারে থাকে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল। শরীরের বৃদ্ধির জন্য কোলেস্টেরল দরকার। কিন্তু অতিরিক্ত হলেই বিপদ। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে হার্টের অসুখ হতে পারে। কারণ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে রক্ত চলাচলে সমস্যা হয়। তখন হার্টের অসুখ হতে বাধ্য। ধমনীতে চর্বি জমে গেলে পরিস্থিতি বাইপাস সার্জারির দিকে গড়াতে পারে।

৩. ক্যানসার- অতিরিক্ত ফ্যাট বা তেল জাতীয় খাবার খেলে স্তন ক্যানসার, কোলন ক্যানসার বা ফুসফুস ক্যানসার হতে পারে। প্রতিদিন ফ্যাট জাতীয় খাবার খেলে শরীরে ১০ শতাংশ ক্যালরি বৃদ্ধি পায়। যা একটা সময়ের পর স্তন ক্যানসারের দিকে যেতে পারে। তাই মেয়েরা সাবধান। অতিরিক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার খাবেন না ৫) নারকেল তেল এবং ঘি ব্যবহার করুন

শীতকালে নারকেল তেল এবং ঘি এর ব্যবহার, ত্বকের ছোপ ছোপ দাগ এবং শুষ্কভাব কমাতে সহায়তা করে। নারকেল তেল এবং ঘি উভয়েই গুড ফ্যাটের উত, যা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারি।

যেসব খাবার শীতকালে ওজন বাড়ায়

শীতের দিন এলেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যেন খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। সেই সঙ্গে পিঠা-পুলির উতব নিয়ে বিশেষ আকর্ষণ থাকে শীতে। আর এসব কারণে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ওজন। এমনিতে শীতের কারণে শরীরের কার্যকলাপ হ্রাস পায়, সেই সঙ্গে মেটাবলিজমও কমতে থাকে।

তৃতীয়ত, শীত থেকে বাঁচতে মানুষ খাওয়াদাওয়াও করে বেশি। আর এসব কারণে শীতে ওজন বাড়ে দ্রুত। যেসব খাবারের কারণে ওজন বাড়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক।

ক্রিমি স্যুপ :

এক বাটি স্যুপ ছাড়া যেন শীতকাল অপরিপূর্ণ। স্যুপ একদিকে যেমন ক্ষুধা নিবারণ করতে সাহায্য করে, শরীর উষ্ণ রাখে আবার প্রয়োজনীয় পুষ্টিও সরবরাহ করে।

তবে আপনি যদি ক্রিমযুক্ত স্যুপ খান, তাহলে দ্রুত ওজন বাড়বে। ক্রিমি স্যুপের পরিবর্তে আপনি ক্লিয়ার স্যুপ যেমন- টমেটো, সবজি দিয়ে স্যুপ বানিয়ে খাওয়া শুরু করেন। কারণ ক্রিমের কারণে স্যুপের ক্যালোরি বেড়ে যায় আর এতে করে বেড়ে যায় ওজন।

মিষ্টি জাতীয় খাবার : শীতের দিনে মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। গাজরের হালুয়া, তিলের লাড্ডু, গোলাপ জামুন শীতের বিভিন্ন পিঠা এসব শীতকালে যেনো চলতেই থাকে। তবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে আপনাকে এসব খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। তাই বলে যে একেবারে শীতের পিঠা খাবেন না বিষয়টি এমন না। মাঝেমধ্যে আপনার পছন্দের ডেসার্ট খেতেই পারেন, তবে তা যেন পরিমাণে খুব বেশি না হয়। আর চেষ্টা করুন বাড়িতে বানিয়ে এসব খাবার খেতে। পরোটা : শীতে গরম গরম পরোটা খেতে কতই না ভালো লাগে। আর পরোটা যদি ঘি বা বাটার দিয়ে ভাজা হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। চাইলে আলু বা অন্যান্য সবজি দিয়েও এ পরোটা বানানো যায়। তবে স্বাস্থ্যকর পরোটার বিষয় এলে আপনাকে ঘিয়ের ব্যবহারের প্রতি অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। ফ্যাট যেমন শরীরকে উষ্ণ রাখতে সহায়তা করে, তেমনি বেশি মাত্রায় ফ্যাট গ্রহণ করলেও তা ওজন বাড়ায় দ্রুত। এ জন্য এসব বিষয় মাথায় রেখে তারপর পরোটা খেতে হবে। চাইলে ঘি দেওয়া পরোটা খেতে পারেন, তবে তা যেন প্রতিদিন না হয়।

চা, কফি :

চা-কফি ছাড়া যেন শীতকাল কল্পনা করা যায় না। এক কাপ চা অথবা কফি শীতে আমাদের উষ্ণ রাখে। তবে চা বা কফিতে দুধ-চিনি খুব বেশি মাত্রায় দেওয়া হলে তা ওজন বাড়ায় দ্রুত। এ জন্য দিনে ২-৩ কাপের বেশি চা-কফি না খাওয়াই ভালো। এ ছাড়া মাঝেমধ্যে ব্ল্যাক টি, হারবাল টি খেতে পারেন। হারবাল টিতে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো হারবাল টিতে ক্যালোরি কম থাকে এবং এতে মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়।

বাবুজি জারা ধীরে চলো বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাসরুমেই উদ্দাম নাচ

কোচবিহার: দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলেছে স্কুল। অনলাইনে পড়াশোনা আদৌ কতটা সফল হয়েছে, সে নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে শৈশব হোক বা কৈশোর, ছাত্রজীবনের স্বাদটাই বাদ পড়ে যাচ্ছিল পড়ুয়াদের। স্কুল কিংবা কলেজ মানে তো নিছক পড়োশোনা নয়!

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে

বড় হয়ে ওঠার একটা অধ্যায়। তাই স্কুল খোলার সন্ধান্ত নিয়ে যতই বিতর্ক থাক, স্কুল খুলতেই আনন্দে মেতে উঠেছে পড়ুয়ারা। অন্তত তেমন ছবিই ফুটে উঠল তুফানগঞ্জের নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুলে। বন্ধুদের কাছে পেয়ে শ্রেণীকক্ষের ভিতরেই নাচানাচি শুরু করল পড়ুয়ারা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল সেই ছবি। আর সেই ভিডিয়ো ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। শিক্ষাঙ্গনে এমন ধরনের ‘উদ্দাম নাচ’ কি শোভনীয়? প্রশ্ন তুলছেন সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেই। কী দেখা গিয়েছে সেই ভাইরাল ভিডিয়োটিতে? দেখা গিয়েছে, স্কুলেরই ছাত্রীরা ইউনিফর্ম পরেই ক্লাসরুমের মধ্যে হিন্দি গানে নাচ করছে। কখনও কোমর বেঁকিয়ে, কখনও চুল খুলে, কখনও বা স্লো মোশনে গানের তালে তালে নিখুঁত স্টেপ ফেলে নাচ করছে ওই পড়ুয়ারা। ক্লাসের কিছুজন মাস্ক পরে থাকলেও বাকিদের মুখে মাস্ক দেখা যায়নি। দেখা যায়নি সামাজিক দূরত্ববিধি।

স্মার্ট ফোন রয়েছে সকলের হাতেই। ফলে, সেই নাচের মুহূর্ত ভিডিয়ো করে ভাইরাল করতে বিশেষ সময় লাগেনি। আর এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই কার্যত শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, কেন এভাবে শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই ছাত্রীরা এভাবে ‘চটুল’ গানে নাচানাচি করবে? স্কুল ইউনিফর্ম গায়ে এভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ কেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ওই ভিডিয়োটি তাঁর হাতে এসেছে। দেখার পর ওই ছাত্রীদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। কেন তারা এমন কাজ করল তা জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে, ওই পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

তবে ঘটনায় ভাইরাল ভিডিয়োতে থাকা ওই ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি। এমনকী, ভিডিয়োটি কীভাবে ভাইরাল হল তা নিয়েও মুখ খোলেনি। প্রসঙ্গত, স্কুল খুললেও কোভিড বিধি ভুললে চলবে না, তাই গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। বলা হয়েছে, প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে মাস্ক পরে স্কুলে আসতে হবে। সেই মর্মে বিদ্যালয়গুলিকে নোটিসও জারি করতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি স্কুলে একটি শয্যাযুক্ত আইসোলেশন রুম রাখার কথা বলা রয়েছে, আচমকা যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাকে যেন সেখানে স্থানান্তরিত করা যায়। পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণেরও উল্লেখ রয়েছে স্কুল রিওপেন বুকলেটে। যাতে কারও জ্বর এলে বা অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে তা সামাল দিতে পারেন স্কুলে স্যার, দিদিমণিরা। আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও উল্লেখ রয়েছে এই গাইডলাইন বুকে। বার বার শিক্ষাবিদ বা চিকিতকরা বলছিলেন, সম্ভব হলে দুই শিফটে ক্লাস হোক। গাইডলাইনেও বলা হয়েছে, পরিস্থিতি ও পরিকাঠামোর দিকে নজর রেখে প্রয়োজনে স্কুল দুই শিফট অর্থাতমর্নিং ও ডে”তে ক্লাস করাতে পারে। করোনার বিষয়ে অভিভাবক ও পড়ুয়াদের সতর্ক করার দায়িত্বও স্কুলকেই দিয়েছে রাজ্য। করোনা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। কী করা যাবে এবং কী করা যাবে না সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। ”ডু অ্যান্ড ডোন্টস”-এরও একটি তালিকা রয়েছে বিকাশ ভবনের স্কুল রিওপেন বুকলেটে।

হলুদ-দুধ পান করা হতে পারে বিপজ্জনক

হলুদ-দুধ আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। আমাদের শরীরে হাড়ের ব্যথা হলে বা শরীরে কোনো ধরনের ব্যথা হলে প্রথমে শুধু হলুদ-দুধ দেওয়া হয়। এবং বলা হয়,এটি পান করলে আমাদের শরীরের হাড়ের ব্যথাও সেরে যায়। কিন্তু আপনি কি জানেন যে সবসময় আমাদের হলুদ-দুধ পান করা উচিত নয়? সেক্ষেত্রে এটি পান করা শুধুমাত্র আমাদের শরীরের জন্য নয়, আমাদের জীবনের জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কখন হলুদ-দুধ পান করা উচিত নয়। যদি আপনার গলা ব্যাথা থাকে, বা কফের সমস্যা থাকে বা আপনার যদি প্রায়শই বমি হয় তবে আপনার কখনই হলুদ-দুধ

পান করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে যদি আপনি হলুদ-দুধ পান করেন, তবে এটি অনেক ক্ষতি করতে পারে।

আপনার যদি ডায়রিয়ার সমস্যা থাকে তবে হলুদ-দুধ একেবারেই পান করা উচিত নয়। এ কারণে রক্ত বমিও হতে পারে।

শীতকালে বিশেষ কিছু ধরনের স্যুপ

শীতকাল প্রায় এসে গেছে আর বাড়িতে এই সময় স্যুপ হবে না এমনটা হতেই পারে না। শীতের আমেজে গরম গরম স্যুপ বিকেলের সময়ে এক আলাদাই মাত্রা এনে দেয়। স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যুগলবন্দী এই স্যুপ গুলি মাছ, মাংস, ডাল, সবজি, কিংবা ফল, যে কোনও কিছু দিয়েই তৈরি করা যেতে পারে। তাই স্যুপ খাওয়ার প্রবণতা সব সময়ই অনেকটাই বেশি হয়।

শীতের মরশুমের রকমারি সবজির প্রাচুর্য স্যুপের গুণগতমান বর্ধক হিসেবেও কাজ করে। যা সরাসরি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং উষ্ণতাও সরবরাহ করে। তাই হয়তো, সারা পৃথিবী জুড়েই স্যুপকে কম্ফোর্ট ফুড বলা হয়।

১) টমেটো স্যুপ:

শীতের আমেজে, এক বাটি টমেটো স্যুপের সেবন, প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই অত্যন্ত জনপ্রিয়। টমেটো স্যুপে, ফ্ল্যাট এবং ক্যালোরির মাত্রা কম থাকা সত্বেও, এটি কিন্তু শরীরে উষ্ণতার অনুভুতি আনতে, কোনো অংশেই কম না। তাছাড়া, টমেটো স্যুপ ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হওয়ায়, এটি ভেতর থেকে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে করে তুলতেও সাহায্য করে।

২) চিকেন স্টু:

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্ধক চিকেন স্টু, স্যুপেরই একটি ভিন্নরূপ। এটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কম্ফোর্ট ফুড হিসেবেও পরিচিত। এই চিকেন স্টু স্বাস্থ্যকর ফ্ল্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ তথা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন এবং খনিজের একটি উত্কৃষ্ট উত। তাই, নিয়মিত চিকেন স্টু এর সেবন, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। এই চিকেন স্টু তৈরীর ক্ষেত্রে, মুরগির মাংসের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজিও, প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। যেমন পেঁপে, বিট, গাজর, বিন্স, আলু, পিয়াজ, আদা, রসুন, মটরশুটি, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ব্রকলি প্রভৃতি।

৩) মাশরুম স্যুপ:

সুস্বাদু মাশরুম স্যুপ, স্বাস্থ্যকর স্যুপ গুলির মধ্যে অন্যতম। মাশরুম হল প্রোটিন, ফাইবার এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ তথা ভিটামিন, সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম একটি উত্কৃষ্ট উত। পুষ্টিসমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও, এই মাশরুম স্যুপের ক্যালোরির মাত্রা কিন্তু অত্যন্ত কম। ঠান্ডায় এক বাটি মাশরুম স্যুপের সেবন, শরীরকে তরতাজা করে তোলার পাশাপাশি, উষ্ণতার অনুভুতিও প্রদান করে।

কলিয়ারিতে বিস্ফোরণের জেরে বাড়িতে ফাটল, ক্ষতিপূরণের দাবীতে ধর্না

বাকুঁড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কলিয়ারিতে বিস্ফোরণের ফলে গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ফাটল ধরেছে মনোহর গ্রামে।উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবীতে ধর্না ও অবস্থান শুরু করেছেন উত্তর বাঁকুড়ার বড়জোড়া খনি ও শিল্পাঞ্চলের বড়জোড়া নর্থ খোলামুখ কয়লাখনিতে। বাসিন্দাদের অভিযোগ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডিনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়লার চাঙড় ফাটানোর কারণেই এই ফাটল। এতে যে কোনো সময় বাড়ি ধসে পড়তে পারে। অবিলম্বে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবি করে সোমবার সকাল থেকে কোলিয়ারির মুখে ধর্নায় বসেন বাসিন্দারা। এই ধর্না অবস্থানে শিশু থেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও গৃহস্থের মহিলারাই প্রথম সারিতে বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

বিক্ষোভকারী প্রসেনজিৎ খাঁ বলেন, গ্রাম থেকে ৫০ - ১০০ মিটার দূরেই কোলিয়ারি। ফলে ঘর থেকে বেরোলেই ভিন রাজ্যের মানুষের মুখে পড়তে হয় আমাদের। গ্রামের মহিলাদের কোনো নিরাপত্তা নেই। সিংহভাগ জমি এই গ্রামেরই। অথচ কর্মসংস্থান দেয়নি কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ। এই খনির দায়িত্ব পেয়েছে রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম বা পিডিসিএল। এরা দায়িত্ব দিয়েছে মন্টি কার্লোস নামে একটি ঠিকা সংস্থাকে। এই সংস্থা অবৈজ্ঞানিক ভাবে বিস্ফোরণ করে কয়লার চাঁই ভাঙছে। ফলে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ফাটল ধরে গেছে। বেশিরভাগ বিস্ফোরণ ঘটায় রাতে। যার ফলে সেই সময় যেভাবে কম্পন হয় তাতে মনে হয় বাড়ি এক্ষুনি ধসে পড়বে। বৃদ্ধ এবং শিশুরা আতঙ্কে রাত জেগে থাকে। হৃদরোগীদের সমস্যা আরো বেশি হয়। আমরা বারবার দাবি করেছি, গ্রামের ক্ষেতমজুর পাড়া ও কর্মকারপাড়া দুটিকে অবিলম্বে পুনর্বাসন দিয়ে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। কিন্তু জেলা প্রশাসন এবং কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি গুলিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। শুধুমাত্র মাঝেমাঝে আন্দোলন বন্ধ করতে লোকদেখানো সার্ভে হয়। তারপর কাজের কাজ কিছুই হয় না।প্রসেনজিৎ খাঁ বলেন, আমরা জেলাশাসক থেকে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে আমাদের দাবি এবং গ্রামের বাসিন্দাদের অসহায়তার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। উল্লেখ্য এই গ্রামেরই বাসিন্দা সিদ্ধার্থ শংকর রায় মন্ত্রিসভার ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী প্রয়াত গুরুপদ খাঁ, বাম সাংসদ ও বিধায়ক সুনীল খাঁ ও সুখেন্দু খাঁ এবং বর্তমান তৃণমূল নেত্রী সুজাতা মন্ডল। তবুও এই গ্রামের মর্যাদা রক্ষায় কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। গ্রামের বাসিন্দা জেলা কংগ্রেস নেতা নারায়ন চন্দ্র খাঁ বলেন, বাসিন্দারা অরাজনৈতিকভাবে আন্দোলনে নেমেছেন। দাবিগুলি ন্যায্য। দলের পক্ষ থেকে আমরা এই দাবি নিয়ে বহুবার সোচ্চার হয়েছি। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। সিপিআই(এম) নেতা সুজয় চৌধুরী বলেন, সবচাইতে দুর্দশার কবলে ক্ষেতমজুর পাড়া। তাদের বাড়িঘর সেভাবে মজবুত নয়। অনেকের ঘর একেবারে ভেঙে পড়েছে। তারপর ফের মেরামত করে কোনরকমে বসবাস করছেন। ব্যবস্থা না নিলে ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করছে। বিজেপি নেতা সুজিত অগস্থি বলেন, রাতের অন্ধকারে লরির পর লরি কয়লা পাচার হয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ ও প্রশাসনকে বারবার বলেও তা বন্ধ করা যায়নি। প্রাক্তন বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তীর অভিযোগ, ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত যতগুলি বিধানসভা অধিবেশন হয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি লিখিত ভাবে জানিয়েছি যে, প্রতি রাতে অবৈধ পথে কয়লা পাচার হচ্ছে তা বন্ধ করা হোক এবং মনোহর ও কেশবপুর গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি গুলিকে সার্ভে করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। এ বিষয়ে বড়জোড়ার বিধায়ক তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি অলক মুখার্জী বলেন, আমাদের সরকার সব সময় জমিদাতা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের কথাই বলে। যেসব দাবি নিয়ে বাসিন্দারা ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তা পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার জন্য বিডিওকে বলেছি। সমস্ত বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। বিষয়টি নিয়ে খনি কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও বড়জোড়ার বিডিও সুরজিৎ পন্ডিত বলেন, মঙ্গলবার কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ ও গ্রামবাসীদের নিয়ে মিটিং ডাকা হয়েছে। সমাধান সুত্র বেরিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাজ্যের সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে পাথারকান্দিতে লোকশিল্পী সংক্রান্ত কর্মশালা

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে লোকশিল্পী চয়নের উদ্দেশ্যে পাথারকান্দি রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এক কর্মশালা। এতে অসম জাতিগত সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি এবং বিনিময় অনুষ্ঠানের প্রোজেক্ট এগজিকিউটিভ ড় মমি শর্মা এবং প্রোজেক্ট ইনচার্জ শুক্লেশ্বর বড়ো উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহিদ কুমারী সুদেষ্ণার প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রদীপ প্রজ্বলন, পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করে কার্যক্রমের সূচনা করেন ড় মমি শর্মা। অতিথিদের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত লেইচন্দন খুত্তেই ও ব্যাজ পরিয়ে বরণ করেন নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সংস্কৃতি পরিষদ, প্রতাপগড় আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি মধু সিংহ। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সংস্কৃতি পরিষদ, প্রতাপগড় আঞ্চলিক কমিটির ব্যবসাপনায় আয়োজিত লোকশিল্পী চয়ন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন বিষুওপ্রিয়া মণিপুরি মহাসভার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি উদয় সিংহ, উপ-সভাপতি পৃথ্বীরাজ সিংহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ড় মমি শর্মা এদিনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের গৌরবময় সংস্কৃতি সংরক্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে প্রত্যেক শিল্পীকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেন। সঙ্গে এ-ও বলেন, যাঁদের চয়ন করা হবে তাঁদের নিয়ে সরকারের ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত গোটা রাজ্যের আটটি অঞ্চলে গুণগত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে এই অঞ্চলের শিল্পীদের পাশাপাশি আতিথেয়তা শৃঙ্খলা পরায়ণতা তাঁদের আপ্লুত করেছে। গোটা রাজ্যে বিষুওপ্রিয়া মণিপুর সম্প্রদায় থেকে মোট ৩০জন শিল্পীকে চয়ন করা হবে। ইতিমধ্যে শিলচর থেকে চয়ন করা হয়েছে ১৮ জন শিল্পীকে। অনুষ্ঠানে অন্যায়ন্য দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিষ্ণু সিংহ, সুমিত্রা সিংহ, পরীক্ষিৎ সিংহ, বিজয়কুমার সিংহ, নারায়ণ সিংহ, মহাসভার অসম রাজ্য কমিটির অন্যতম সম্পাদক পার্থসারথী সিংহ, সুহৃদ সিংহ, আরতী সিংহ, প্রীতি সিংহ, কৃষ্ণা সিংহ, নীশিকান্ত সিংহ, সৌরভ সিংহ, সমরজিৎ সিংহ, মাধুরী সিংহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি লোকনৃত্য ও লোক সংগীত পরিবেশনও কয়েছেন শিল্পীরা।

সুন্দরবনে ভারসাম্য রক্ষা করতে বন দফতরের উদ্যোগে নদীতে ছাড়া হল কুমির

সুন্দরবন, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সুন্দরবনের কুমিরও এখন বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি। আর সেই কারণে সুন্দরবনের কুমিরকে বাঁচাতে ও সুন্দরবনের জীব পরিমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করতে আবারও সুন্দরবনের নদী, খাঁড়িতে নতুন করে কুমির ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করল বন দফতর। সোমবার সুন্দরবনের ২৪ পরগনা বন বিভাগের আওতাধীন কলমি নদী, ভাইঝুড়ি খাল ও লোথিয়ান দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় মোট ৩৫ টি কুমির ছাড়া হল। এর মধ্যে ৩টি পুরুষ ও ৩২ টি স্ত্রী কুমির রয়েছে। গত বছরও ব্যাঘ্র প্রকল্প ও ২৪ পরগনা বন বিভাগ এলাকায় মোট ৫৫ টি কুমির ছাড়া হয়েছিল বন দফতরের উদ্যোগে। ২৪ পরগনা বন বিভাগের অধীন ভগবৎপুরে কুমির প্রকল্প রয়েছে। প্রতিবছর সেখানে কুমিরের প্রজনন হয় বন দফতরের উদ্যোগে। সেখানে কুমিরের জন্মের পর প্রায় চার বছর পর্যন্ত সেগুলিকে নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। পরে সুন্দরবনের কোর এলাকায় সেগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বন দফতরের উদ্যোগে। ১৯৭৬ সালে এই ভগবৎপুর কুমির প্রকল্প তৈরি করা হয় কুমিরের প্রজনন করিয়ে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। ১৯৭৯ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সেখান থেকে ৬৮৪ টি কুমির সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে নদী ও খাঁড়িতে ছাড়া হয়েছে বন দফতরের উদ্যোগে। মূলত সুন্দরবনের বুক থেকে ধিরে ধিরে হারিয়ে যাওয়া কুমিরকে আবারও সুন্দরবনে ফিরিয়ে দিয়ে জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা। সুন্দরবনের নোনা জলের কুমিরকে ভগবৎপুর কুমির প্রকল্পে প্রজনন করানো হয়। সেখান থেকে যে কুমিরের জন্ম হয়, সেগুলিকে প্রায় চার বছরের নজরদারির পর সুন্দরবনের জঙ্গলে ফের ছেড়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রক্রিয়া চলে আসছে বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা। বন দফতর সূত্রের খবর, প্রায় এগারো বছর আগে সুন্দরবনে হওয়া কুমির সুমারি অনুযায়ী সুন্দরবনে আনুমানিক ২৪০ টি কুমির ছিল।

নিরাপত্তার কথা ভেবে আরও ৫৪টি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করতে চলেছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিরাপত্তার কথা ভেবে ফের একগুচ্ছ চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করার পথে হাঁটতে চলেছে ভারত সরকার। সূত্রের খবর, মোট ৫৪টি অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হবে। নিষিদ্ধ হতে চলে চিনা অ্যাপগুলির মধ্যে রয়েছে বিউটি ক্যামেরা: সুইট সেলফি এইচডি, বিউটি ক্যামেরা-সেলফি ক্যামেরা, ইকুয়ালাইজার এবং বাস বুস্টার, সেলসফোর্স এন্টের জন্য ক্যামকার্ড, আইসোল্যান্ড ২: অ্যাশেস অফ টাইম লাইট, ভিভা ভিডিও এডিটর, টেনসেন্ট এক্সরিভার, অনমিওজি চেস, অনমিওজি অ্যারেনা, অ্যাপলক, ডুয়াল স্পেস লাইট-এর মত অ্যাপগুলিও।

উল্লেখ্য, লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রেরেখা বরাবর ভারত-চিন সংঘাতের আবহে শতাধিক চিনা মোবাইল অ্যাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল সুরক্ষার কারণ দেখিয়ে। গতবছরের সেপ্টেম্বর ভারত ঞ্চডঙ্কও সহ ১১৮টি চিনা মোবাইল অ্যাপ নিষিদ্ধ করে। এর দুই মাস আগেই, ২৯ জুন, প্রথম ধাপে জনপ্রিয় অ্যাপ ইউসি ব্রাউজার, শেয়ারইট, উইচ্যাট, ভিগো লাইভ সহ ৫৯টি অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছিল কেন্দ্র। আক এর একমাস আগেই আরও ৪৭টি অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বলেছিল যে অ্যাপগুলি ‘ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী।’ এই অ্যাপগুলি ব্যবহারকারীদের তথ্য চুরি করার এবং গোপনে তা প্রেরণ করার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ করে ভারত সরকার। সব মিলিয়ে ২২৪টি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ হয় ভারতে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯এ ধারায় এই অ্যাপগুলি নিষিদ্ধ করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সাইবার ক্রাইম শাখা থেকেও এই অ্যাপগুলি ব্লক করার সুপারিশ করা হয়েছিল বলে জানিয়েছিল কেন্দ্র।

‘হেরে গেলে ওরা এইসব বলবেই’ পুরভোটে সন্ত্রাস নিয়ে সাফ জবাব চন্দ্রিমার

আলিপুরদুয়ার, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের চার পুরসভার ভোট হয়ে গিয়েছে। ফলাফলও ঘোষণা হয়েছে ইতিমধ্যে। সবুজ ঝড়ে প্রায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে বিরোধীরা। তবে এই ফলাফলের জন্য বারবার তারা ভোট লুঠ, সন্ত্রাসকেই দায়ী করেছে তারা। কিন্তু এই অভিযোগকে আবার মানতে নারাজ শাসকদল। সোমবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, “হেরে গেলে ওরা এইসব বলবেই। আসলে ওদের লোকজন নেই।”এদিন, আলিপুরদুয়ার ২ নং ব্লকে পাট্টাবিতরণ অনুষ্ঠানে আসেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী বললেন, “লজ্জা ঢেকে লাভ নেই। মানুষ প্রমাণ করেছেন। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছেন। আসলে ওদের তো লোকজন নেই। হেরে গেলে ওরা এসব কথা বলে। যে কটা আসন পেয়েছে সুষ্ঠুভাবে ভোট হয়েছে বলেই তো পেয়েছে। ”কয়েকদিন আগে পাট্টা বিতরণ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল নেতা। এরপর আলিপুরদুয়ার ২ নং ব্লকে ৪৬০ জনকে জমির পাট্টা দেওয়া হয়। সেই প্রেক্ষিতে চন্দ্রিমা জানান, “এখানে পাট্টা বিতরণ হচ্ছে। কোনও ক্ষোভ নেই। আসলে যাঁরা নিতে পারেননি তাঁরা হয়ত ক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। কোন তৃণমূল নেতা কী বলেছেন আমরা জানি না।

উত্তরাখণ্ডে ৩৫.২১ শতাংশ ভোট, সর্বাধিক উত্তরকাশীতে ৪০.১২ শতাংশ

দেহরাদুন, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার ৭০ আসন বিশিষ্ট উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৩৫.২১ শতাংশ ভোট পড়েছে।

নির্বাচন কমিশনের মতে, পার্বত্য রাজ্যে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল ৮টায় এবং শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টায়। এদিন দুপুর ১টা পর্যন্ত সর্বাধিক উত্তরকাশীতে ৪০.১২ শতাংশ ভোট পড়েছে। এছাড়া হরিদ্বারে ৩৮.৮৩ শতাংশ এবং নৈনিতালে ৩৭.৪১ শতাংশ ভোট পড়ে।এদিকে, আলমোড়ায় ৩০.৩৭ শতাংশ, বাগেশ্বর ৩২.৫৫ শতাংশ, চামোলি ৩৩.৮২ শতাংশ, চম্পাবত ৩৪.৬৬ শতাংশ, দেরাদুন ৩৪.৪৫ শতাংশ, পাউরি গড়ওয়াল ৩১.৫৯ শতাংশ, পিথোরাগড়ে ২৯.৩৮ শতাংশ, গরোয়াল ২৯.৬৩ শতাংশ, তেরো ২৯ শতাংশ এবং উধম সিং নগরে ৩৭.১৭ শতাংশ ভোট পড়েছে।এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) গুরমিত সিং, প্রাক্তন সিএম রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক এবং মন্ত্রী সাতপাল মহারাজ এবং এএপি সিএম প্রার্থী কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) অজয় কোথিয়াল তাদের ভোট দিয়েছেন।

করিডোর প্রকল্প পাকিস্তানকে পাঠ শেখাতে সাহায্য করবে: অমিত শাহ

ঝাঁসি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে প্রতিরক্ষা করিডোর প্রকল্প ভারত 'পাকিস্তানকে পাঠ শেখাতে' সাহায্য করবে বলে মনে করেন বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার মৌরানিপুরে একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শাহ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী ঝাঁসিতে প্রতিরক্ষা করিডোর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এখানে নির্মিত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমাদের পাকিস্তানকে পাঠ শেখাতে সাহায্য করবে।'শাহ আরও বলেন, 'কংগ্রেস কখনই উত্তর প্রদেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারে না। পরিবারবাদী দলগুলি রাজ্য এবং দেশের জন্য ভাল করতে পারে না। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী এবং এখন রাহুল গান্ধী কংগ্রেস কি উত্তরপ্রদেশের জনগণের কল্যাণে কাজ করতে পারে?'একই সঙ্গে এদিন তিনি সমাজবাদী পার্টিকেও আক্রমণ করেছেন। মুলায়ম সিং যাদব উত্তরপ্রদেশে ছিলেন। যেহেতু তিনি কোনো উত্তরসূরি খুঁজে পাননি, তাই তিনি তাঁর ছেলেকে তার উত্তরাধিকারী করেছেন বলে তিনি কটাক্ষ করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদবকেও আক্রমণ করে বলেন, তিনি তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদে গুন্ডা ও মাফিয়ার মাধ্যমে গরীবদের জমি দখল করেছেন।

গড়তে পারেননি দেশ

সরাসরি নিজের ব্যর্থতা স্বীকার পাক প্রধানমন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দেশবাসীর সামনে নিজের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ঋণজর্জরিত পাকিস্তানের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল প্রাক্তন ক্রিকেট তারকার দল পিটিআই। কিন্তু চার বছর হতে না হতেই তাঁর নিজমুখে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিলেন ইমরান। আর এর জন্য পাকিস্তানের ‘সিস্টেম’কেই দোষারোপ করলেন তিনি।

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে ইমরান বলেন, “ক্ষমতায় এসে শুরুতেই আমি দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুঝতে পারি, আমলাতন্ত্র সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধাক্কা নিতে পারছে না।” তাঁর দাবি, সরকার ও দেশের ভাল কিসে হয় তার মধ্যে কোনও সংযোগ নেই। পাক মন্ত্রীরা ভাবেন না কীভাবে দেশে দারিদ্র দূরীকরণ করা যায়। রফতানি বাড়িয়ে আর্থিক উন্নতি করা যায়। সূত্রের খবর, পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট শীঘ্রই পাক সংসদে ইমরান খানের সরকারের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনবে। ইমরানের বিরুদ্ধে বর্তমানে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল, প্রতিশ্রুতি পালন না করা। দুর্নীতি রোধ ও থমকে যাওয়া আমলাতন্ত্রে জোয়ার আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নয়া পাকিস্তানের যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তিনি, তা পূরণ করতে পারেনি তাঁর দল। তেল ও বিদ্যুতের লাগামছাড়া দামেও অতিষ্ঠ পাকিস্তানিরা। মুদ্রাস্ফীতিতেও লাগাম পরাতে পারেনি সরকার। উলটে বেড়েই চলেছে আন্তর্জাতিক স্তরে ঋণের বোঝা। করুণ অর্থনীতি আরও বেহাল হয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধী দল পিপিপি-র।

উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী সভা থেকে সমাজবাদী পার্টিকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী

কানপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের কানপুরের জনসভা থেকে সমাজবাদী পার্টি-কে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন কানপুরের দেহাতে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় ভোটের হার দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ফের একবার বিজেপিই ক্ষমতায় আসতে চলেছে। পরিবারবাদীরা ফের একবার পরাজিত হবে উত্তর প্রদেশের মানুষের কাছে। আগামী ১০ মার্চই উত্তর প্রদেশে হোলি উৎসব পালন করা হবে। সমাজবাদী পার্টি আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “সমাজবাদী পার্টি দিনরাত উত্তর প্রদেশে লুঠতরাজ চালাচ্ছে। এরাই মাফিয়াদের খোলা হাতে ছাড় দিয়েছিল। এই ঘোর পরিবারবাদী দল বিভিন্ন অঞ্চলকে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করত। যদি এদের হাতে ক্ষমতা থাকত, তবে কানপুরের মাফিয়াগঞ্জ মহাল্লাকে প্রতিটি শহরে তৈরি করে ফেলত।

বক্তা মওলানা বাহারুল

ভ্যালেন্টাইন্স ডে সভ্য সমাজের জন্য এক অশনি সংকেত

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, বাংলায় ভালোবাসা দিবস। এই দিনটি ভারতীয়দের পালন কখনও কাম্য নয়। ভ্যালেন্টাইন্স ডে ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে যুক্ত নয়। ওয়েস্টার্ন কালচারের এই পর্বকে ঘিরে আজকাল ভারতের একাংশ যুবপ্রজন্মের মধ্যে এক বেলেল্লাপনার সৃষ্টি হয়েছে, যা তাদের জীবনে চরম অন্ধকার নেমে আসতে যথেষ্ট। বলেছেন মওলানা তথা প্রাক্তন ছাত্র নেতা বাহারুল ইসলাম।

বাহারুলের বক্তব্য, ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন কখনও ভারতীয় সংস্কৃতি নয়। পশ্চিমী সংস্কৃতি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে চৌদ্দ ফেব্রুয়ারির দিন ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে পালিত হওয়ার কোনও নিদর্শন নেই। তিনি আরও বলেন, ভ্যালেন্টাইন্স ডে ভারতবাসীর কাছে এক নির্লজ্জতার প্রতীক। পশ্চিমী দেশের জারজ সন্তানদের বদৌলতে এই পর্ব পালিত হয়। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র মতো অরুচিকর উৎসব পালিত হয়, এতে ভারতের মান-সম্মান কলুষিত হচ্ছে। এটা এক অশনি সংকেত। এতে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ঘুণ ধরার উপক্রম দেখা দিয়েছে।

এ ব্যাপারে তিনি কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর অভিভাবকদের সতর্ক ও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত মেন্দিবাড়ি বাজারে অনুষ্ঠিত এক ধর্মীয় সভায় কথাগুলো বলেছেন মওলানা বাহারুল ইসলাম। বাহারুল আরও বলেন, ইন্টারনেটের যুগে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা প্রেম দিবসের ফাঁদে পড়ে নিজেদের অজান্তে চরম বিপদ ডেকে আনছে। এ ব্যাপারে সমাজের প্রত্যেক সচেতন জনগণ, সামাজিক সংগঠন এবং সংবাদ মাধ্যমের বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের অনুরোধ জানান মওলানা বাহারুল।

পুলওয়ামাকাণ্ডে শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তেরঙ্গা যাত্রা দিনহাটায়

দিনহাটা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামাকাণ্ডে শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তেরঙ্গা যাত্রা করা হল কোচবিহারের দিনহাটায়। সোমবার কোচবিহার জেলার দিনহাটার গোসানিমারিতে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করা হয়। দিনহাটার গোসানিমারি স্বামী বিবেকানন্দ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের ব্যবস্থাপনায় বীর শহীদ স্মরণে ‘কালো দিবস’ হিসেবে এই ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে পালন করা হয়। এদিনের কর্মসূচির বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল সুদীর্ঘ জাতীয় পতাকা নিয়ে তেরঙ্গা যাত্রা। গোসানিমারি বাজার সংলগ্ন বিভিন্ন রাস্তায় এই শোভাযাত্রা করা হয়। পাশাপাশি ছিল রোড রেস, অঙ্কন, বিশেষ আলোচনা সভা ইত্যাদি কর্মসূচি। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশ সেবার কাজে নিয়োজিত জওয়ানদের বীরত্ব তাঁদের কাছে প্রেরণার। তাই এই উদ্যোগ। অন্যদিকে, শহিদ জওয়ানদের স্মরণে দিনহাটার পেটলায় পারিজাত সংঘ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শহিদ জওয়ানদের স্মৃতিতে পড়ুয়াদের মিছিল জম্মু ও কাশ্মীরে

কুপওয়ারা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পুলওয়ামার তৃতীয়বর্ষে শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের পড়ুয়ারা।সোমবার শহিদ জওয়ানদের স্মৃতিতে মিছিল বের করেন পড়ুয়ারা। আজ পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলার তৃতীয়বর্ষ। পুলওয়ামা হামলায় শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা স্মৃতিতে সোমবার কুপওয়ারার লোলাব উপত্যকায় মিছিল বের করেন পড়ুয়ারা। শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতেই বের করা হয় ওই মিছিল। শহিদ স্মরণে কুপওয়ারার ত্রুসান এবং ধেরিয়াতে বের করা হয় ওই মিছিল। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের এই দিনে পুলওয়ামায় জইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি আধা সেনাবাহিনীর বাসে ধাক্কা দিলে প্রায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান নিহত হন।

ভালোবাসা দিবসে রাস্তায় উদ্ধার সদ্যোজাত

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : প্রেম দিবসেই এক অমানবিকতার সাক্ষী থাকলেন লালমনিরহাটের বাসিন্দারা। ভালোবাসার দিনেই এমন অমানবিক ঘটনায় কার্যত বাকরুদ্ধ লালমনিরহাটের বাসিন্দারা। সোমবার সকালে শহরের কালিবাড়িতে রাস্তার উপরেই সদ্য পৃথিবীর আলো দেখা একদিনের এক শিশুকে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নীল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল শরীর। সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশকে খবর পাঠান। ঘটনাস্থলে পৌঁছেই একদিনের শিশুটিকে উদ্ধার করে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন পুলিশ আধিকারিকরা। বর্তমানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন শিশুটি। সোমবার দুপুরে লালমনিরহাটের পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার সংবাদমাধ্যমকে জানান, এদিন সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ স্থানীয় এক বাসিন্দা কালিবাড়ির সামনে খাদ্য গুদামের সামনে এক নবজাতককে পড়ে থাকতে দেখেন। প্রবল ঠাণ্ডায় শিশুটির শরীর নীল হয়ে গেলেও, প্রাণের স্পন্দন ছিল। ওই ব্যক্তি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে ঘটনার কথা জানান। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের একটি দল গিয়ে ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। কারা ওই শিশুটিকে ফেলে রেখে গেল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। বিভিন্ন নার্সিংহোম ও হাসপাতালে গত কয়েকদিন ধরে যে সব শিশুর জন্ম হয়েছে, তাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। স্থানীয় কেউ এই ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুলিশ।

মাস ঘুরলেই আসানসোলে লোকসভা উপনির্বাচন, পুরভোটের ফলাফলে কিসের ইঙ্গিত

আসানসোল, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মাস ঘুরলেই আসানসোলে লোকসভা উপনির্বাচন। বাবুল সুপ্রিয়র ছেড়ে যাওয়া আসনের জন্য হবে ভোটগ্রহণ। তার আগে পুরভোট ছিল বিজেপির জিতেন্দ্র তিওয়ারির কাছে লিটমাস টেস্ট। সেখানেও কার্যত ধাক্কা খেলেন তিনি। পুরভোটে বিজেপির ঝুলিতে আসা আসনের সংখ্যা দুই অঙ্কও পেরল না। সবুজ ঝড়ে উড়ে গেল গেরুয়া শিবির।

সোমবার প্রকাশিত হয় আসানসোল পুরনিগমের ফলাফল। ১০৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯১টি আসনেই জয় পেয়েছে তৃণমূল। মাত্র সাতটি আসন এসেছে বিজেপির ঝুলিতে। জামুড়িয়া, রানিগঞ্জে পতন হয়েছে লাল দুর্গের। তাদের ঝুলিতে এসেছে মোটে ২টি আসন। যেখানে ২০১৫ সালের পুরভোটে তারা পেয়েছিল ১৭টি আসন। কংগ্রেস এবং নির্দল তিনটি করে আসনে জয় পেয়েছে। প্রসঙ্গত, ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রথম স্থানের জন্য ‘টাই’ হয় তৃণমূল এবং বামেদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত লটারির মাধ্যমে জয় পায় তৃণমূল প্রার্থী আশা প্রসাদ।তৃণমূলের ওজনদার প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন বড় ব্যবধানে। জয় পেয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন ছাত্র নেতা অশোক রুদ্র, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়রা। এদিকে বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলররা হেরেছেন পুরভোটে। বদলে চমক দিয়ে নিজেদের আসন জিতে নিয়েছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি ঘনিষ্ঠরা। ২৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জিতেছেন জিতেন তিওয়ারির স্ত্রী চৈতালি তিওয়ারি। ভোট শতাংশের নিরিখেও আসানসোল পুরনিগমের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি। এদিকে গতবার জেতা আসনগুলো ধরে রাখতে পারেনি কংগ্রেসও। তবে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত উত্তর আসানসোলের রেললাইনের ধারের ৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে দু'টি জিতে নিয়েছে তাঁরা। বাকি দু'টি পেয়েছে বিজেপি।বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এসেছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তা নিয়ে কম টানাপোড়েন হয়নি। কিন্তু বিধানসভা ভোটে জিততে পারেননি তিনি। উলটোদিকে বিজেপি ছেড়েছেন সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। ফলে আসানসোলের অনেক সমীকরণ ঘেঁটে গিয়েছে। লোকসভা উপনির্বাচনের আগে পুরভোটে সবুজ ঝড় তৃণমূলকে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শহরের শান্তিপাড়া এলাকার জলাশয় পরিদর্শন করলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

কাছাড়ের বড়খলায় বেড়েছে অপরাধজনিত ঘটনাবলী, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

বড়খলা (অসম), ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত বড়খলা থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে দিনদিন অপরাধজনিত ঘটনা বেড়ে চলেছে। গত ১৫ দিনের মধ্যে একাধিক চুরি ছিনতাই-এর ঘটনায় নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে বড়যাত্রাপুরে পাশাপাশি চারটি দোকানে চুরির ঘটনায় জড়িত চোরদের ধরতে পুলিশের ব্যর্থতার প্রতিবাদে আজ সোমবার বড়যাত্রাপুরে সাংবাদিকদের ডেকে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্য ক্ষোভ ঝাড়েন ব্যবসায়ী সমিতির পদাধিকারী, দোকান মালিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ স্থানীয় জনতা। চুরির ঘটনায় লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত দোকানীরা জানান, আগামী তিনদিনের মধ্যে চোরদের পাকড়াও করতে ব্যর্থ হলে কাছাড়ের জেলাশাসক, পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করে নালিশ জানাতে বাধ্য হবেন তাঁরা। প্রয়োজনে ডিজিপি, মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে স্মারকপত্র প্রদান করা হবে। তার পরও অপরাধীরা ধরা না পড়লে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ধারাবাহিক চুরির ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক আজিমুল বসর বড়ভুইয়াঁ, বড়যাত্রাপুর জিপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি জাকির হোসেন বড়ভুইয়াঁ, কৃষ্ণপুর-ভৈরবনগর জিপি সভাপতি হিফজুর রহমান বড়ভুইয়াঁ সহ অন্যরা।

ঘনঘন চুরি সহ বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে এতসব ঘটনার প্রতিবাদ গড়ে তোলার সাব্যস্ত করলে পরে বড়খলা থানার ওসি নেতৃত্বাধীন পুলিশের দল উপস্থিত হয়ে চোর পাকড়াও করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করা হয়েছিল। ওসি নাকি বলেছিলেন চুরি সংক্রান্ত ঘটনার তদন্তে গোয়েন্দা কুকুর নামিয়ে বহু ক্লু সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। কিন্তু বাস্তবে সবকিছু ধামাচাপা দেওয়ার নামান্তর বলে সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বক্তারা।

আজকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি শহনাজ হোসেন লস্কর, হিফজুর রহমান বড়ভুইয়াঁ (মুকুল), জহিরুল আলম মজুমদার, পান্না লস্কর, লালন বড়লস্কর, ইজাজুর রহমান, নজরুল ইসলাম লস্কর, হিরা লস্কর, এনাম লস্কর, মামন লস্কর সহ অন্যরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জগদীপ ধনকরের অপসারণ চেয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা গ্রহণযোগ্য নয়

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের অপসারণ চেয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানাল আদালত।

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। জগদীপ ধনকর রাজ্যপাল হিসেবে সংবিধান বহির্ভূত কাজ করছেন, এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়। মামলাটি করেন আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকার। রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাত নতুন নয়। বিভিন্ন ইস্যুতে মত পার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছে বারবার। রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারস্থও হয়েছে তৃণমূল। আর এবার সেই রাজ্যপালের বিরুদ্ধেই মামলা হয়েছে হাইকোর্টে। মামলাকারী প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যপাল সংবিধান বহির্ভূত কাজ করছেন।

আগরতলা পুরনিগম এলাকায় আরসেনিকাম অ্যালবাম-৩০ বিতরণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। কেন্দ্রীয় আয়ুমান মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ থেকে আগরতলা পুর এলাকার অন্তর্গত সকল অংশের জনগণের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আরসেনিকাম এলবাম-৩০ বিতরণ শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে আগরতলার রেন্টার্স কলোনীস্থিত নেতাজী সুভাষ স্টেট হোমিওপ্যাথি হাসপাতালে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রেবতী মোহন দাস, আগরতলা পুরনিগমের কাউন্সিলার সাথী রুদ্রপাল সহ অন্যান্যরাগণ। অতিথিগণ স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের প্রতিক'তিতে শ্রদ্ধা'লী প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক রেবতী মোহন দাস বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মীরা নিরন্তর কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছেন। তার সুফল দেশবাসী পাচ্ছেন। তিনি বলেন, বিনা চিকিৎসায় যাতে দেশে একজনও মারা না যায় সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। রোগ প্রতিরোধক হিসাবে আরসেনিকাম এলবাম-৩০ গ্রহণ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন ডা. প্রদীপ দাস। তিনি বলেন, প্রতি ব্যক্তিকে ২ পর্যায়ে আরসেনিকাম এলবাম-৩০ খাওয়ানো হবে। প্রথম ডোজের ১ মাস পর দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, আগরতলা পুরনিগমে ১.৫ লক্ষ মানুষকে ঔষধ খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি রূপায়ণে আজ থেকে আগরতলার ১৪টি হোমিও ডিসপেনসারিতে ঔষধ খাওয়ানো শুরু হয়েছে। এছাড়া শহরে ১০টি হেলথ ক্যাম্প ও মোবাইল ক্যাম্প সংগঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের তাৎপর্য্য বুঝাতে আজ রাজ্যে আসছেন সর্বানন্দ সনোয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। কেন্দ্রীয় বাজেটের তাৎপর্য্য বুঝাতে আগামীকাল ত্রিপুরায় আসছেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ, নৌ পরিবহণ এবং আয়ুষ মন্ত্রকের মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। একদিনের ঝটিকা সফরে তিনি ত্রিপুরায় এসে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নাগরিক সভা এবং বিজেপি প্রদেশ পদাধিকারীদের সাথে বৈঠক সারবেন। শুধু তাই নয়, ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ এবং আয়ুষ মন্ত্রকের রাজ্য আধিকারিকদের সাথেও বৈঠক করবেন।

আত্মনির্ভর অর্থব্যবস্থা বাজেট ২০২২ শীর্ষক কর্মসূচির অধীন ত্রিপুরা সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তিনি আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে দুপুর একটায় নাগরিক সভায় অংশ নেবেন। ওই সভায় উপস্থিত থাকবেন বিজেপির বুদ্ধিজীবী শাখা, পেনশনার্স শাখা এবং বানিজ্য শাখা, ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। ওই সভায় তিনি কেন্দ্রীয় বাজেটের তাতর্য্য তুলে ধরবেন।

সভা শেষে তিনি বিজেপি প্রদেশ সভাপতির সাথে দুপুরের আহার সারবেন। এরপর সাংবাদিক সম্মেলন সম্বোধন করবেন। এদিনই দুপুর তিনটায় দলের মুখ্য কার্যালয়ে বিজেপি প্রদেশের পদাধিকারীদের সাথে তিনি সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করবেন। সেখান থেকে রাজ্য অতিথিশালায় ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ এবং আয়ুষ মন্ত্রকের রাজ্য আধিকারিকদের সাথে মত বিনিময় করবেন। এদিনই বিকেল পাঁচটা নাগাদ তিনি ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যাবেন।

পঞ্জাবের রাজনীতিতে কিন্তু সেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছেন না মহিলারা

চণ্ডীগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পঞ্জাবের মোট ভোটব্যাংকের প্রায় অর্ধেকই মহিলা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ১১৭ আসনে ১,৩০৪ জনের মনোনয়ন জমা পড়েছে। যার মধ্যে মহিলা প্রার্থী মাত্র ৯৩ জন। যা থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে সেখানকার রাজ্য রাজনীতিতে মহিলারা কিন্তু সে ভাবে গুরুত্ব পাচ্ছেন না। বা, তাঁরা নিজেরাই সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকছেন।

পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের জন্য যে মনোনয়ন জমা পড়েছে। তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় শতকরা হিসেবে, মোট মনোনয়নের ৭ শতাংশেরও কম মহিলা প্রার্থী। পঞ্জাব বিধানসভার ১১৭ আসনে ১,৩০৪ জনের মধ্যে মহিলা প্রার্থী মাত্র ৯৩ জন। এই ৯৩ জন মহিলার মধ্যে কংগ্রেস-বিজেপি-র মতো মেইনস্ট্রিম পার্টি থেকে প্রার্থী হয়েছেন ৩৭ জন। ছোট দলগুলি থেকে প্রার্থী করা হয়েছে ২৮ জনকে। নির্দলের হয়ে ভোট ময়দানে নেমেছেন ২৯ জন মহিলা।

মনোনয়নের তালিকা থেকেই স্পষ্ট, মহিলাদের প্রার্থী করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটা অনীহা রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোট বৈতরণি পার করতে হলে, মহিলাদের মুখাপেক্ষী না হয়ে উপায় নেই। কারণ, পঞ্জাবের মোট ভোটব্যাংকের বড় ভাগীদার কিন্তু মহিলারাই। ২.১৪ কোটি ভোটারের মধ্যে ১.০২ কোটিই মহিলা ভোটার। তাই মহিলা ভোট নিজেদের পালে টানতে কুসুর করছে না কোনও রাজনৈতিক দলই। নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশের সময় মহিলা ভোটব্যাংক তাদের মাথায় রাখতে হয়েছে।

কংগ্রেসের প্রতীকে ১১ মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে সাত জনই কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে রাজনীতিতে রয়েছেন। আপের প্রতীকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ১২ জন। এর মধ্যে ২ জন বর্তমান বিধায়ক। বাকিরা প্রার্থী হিসেবে নতুন মুখ।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ রোঙ্কি রামের অভিমত, পঞ্জাবে মহিলারা যে কোনও কারণেই হোক সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন না। যে কারণে রাজনৈতিক দলগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কম। প্রার্থী করার মত মহিলা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রোঙ্কির অভিমত, রাজনীতিতে মহিলাদের সক্রিয় করতে হলে, শুধু মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বললে হবে না। আগে পার্টির গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনতে হবে।

আপ প্রার্থী ইন্দ্রজিতকৌর মান অবশ্য মনে করছেন পঞ্জাবের রাজনীতিতে মহিলাদের ভবিষ্যতউজ্জ্বল। আগে মহিলাদের রাজনীতিতে নিরুতাহিত করা হতো। কিন্তু, এখন সেই ছবিটা বদলেছে।

তাঁর দাবি, মহিলারা রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। ফলে, অদূর ভবিষ্যতে মহিলা রাজনীতিতে আরও বেশি করে যোগ দেবেন। মহিলা প্রার্থীদের জন্য আলাদা করে সংরক্ষণ প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন না। ইন্দ্রজিতকৌরের কথায়, 'আমরা ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ চাই না। আমরা লড়াই করে ৫০ শতাংশ আসনে প্রার্থী দেওয়ার মতো জায়গায় পৌঁছনোই লক্ষ্য।'

কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থী করণ কৌর ব্রারও কিন্তু মনে করছেন রাজনীতিতে মহিলাদের ভবিষ্যতউজ্জ্বল। করণ চান, রাজনৈতিক দলগুলো মহিলাদের আরও বেশি করে প্রার্থী করতে উতাহিত করুক। কারণ, মহিলারা বিধানসভা বা লোকসভায় যেতে না পারলে, তাদের সমস্যাগুলো উপেক্ষিতই থেকে যাবে।

উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শেষ, ভোটের হার ৬০ শতাংশের বেশি

লখনউ, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তরপ্রদেশের ১৮তম বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে সোমবার নয়টি জেলার ৫৫টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে। বিকাল ৫টায় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত গড়ে ৬০.৪৪ শতাংশ ভোটারের উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অজয় কুমার শুক্লা জানিয়েছেন, দ্বিতীয় দফায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে আজ সকাল ৭টা থেকে নয়টি জেলার ৫৫টি আসনে ১৮তম বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপের ভোটগ্রহণ হয়। আজ ৫৮৬জন প্রার্থীর ভাগ্য ইভিএম বন্দি হয়। এদিন শুরুতে ঠান্ডার কারণে ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের ভিড় কম ছিল। সকাল ৯টা পর্যন্ত গড়ে ৯.৪৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। এরপর আবহাওয়া অনুকূলে আসতেই ভোটকেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা বাড়তে থাকে, ফলে সকাল ১১টা পর্যন্ত ২৩.০৩ শতাংশ, তারপর দুপুর ১টা পর্যন্ত ৩৯.০৭, বিকেল ৩টা পর্যন্ত ৫১.৯৩ এবং ৫টা পর্যন্ত ৬০.৪৪ শতাংশ ভোট রেকর্ড করা হয়। তবে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত গড়ে ৬০.৪৪ শতাংশ ভোটারের উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় সাহারানপুরে সর্বোচ্চ ৬৭.১৩ শতাংশ এবং শাহজাহানপুরে ৫৫.২৫ শতাংশ ভোট পড়েছে।

শহীদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাল বিলোনীয়া বিদ্যাপিঠ রানিং বয়স গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। ভারতবর্ষের ২০১৯ সালের আজকের দিনটিতে ভারতের ৪০ জন বীর সেনানীকে আমরা হারিয়েছি। সন্ত্রাসবাদের ঘৃণ্য চক্রান্তে তারা শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। ভারতবর্ষে ইতিহাস এই দিনটিকে আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না। তারই অঙ্গ হিসেবে সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায় বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানায় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ রানিং বয়েস গ্রুপ। শহীদদের প্রতি ফুল ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানান। তারা আজ সকালে বিলোনিয়া শহরের সাত কিলোমিটার রাস্তা রেলি করে এবং সন্ধ্যায় বিদ্যাপীঠ গ্যালারিতে মোমবাতির আলোতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা ও পালন করে। তাদের সমাজের প্রতি একটাই বার্তা দেশের বীর যোদ্ধারা আমাদের জন্য এবং দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের স্মরণ করে এই দিন পালন করার জন্য। বিদ্যাপীঠ রানিং বয়েস গ্রুপের যুবকরা চান তারাও যেন এই মাঠ থেকে শরীর চর্চার মাধ্যমে দেশের সেবায় নিয়োজিত হয়ে দেশমাতৃকাকে রক্ষা করতে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

গঠনের পর থেকে নতুন নতুন ঠিকেদারের জন্মনেয়। সকলে ঠিকেদারী কাজে আসারপূর্বে কাজকরে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে আসছে।

এতেকরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বরাদ্দ করা অর্থ সঠিকভাবে ব্যাবহার না করে কোনো প্রকার নিম্নমানের কাজ করে যাচ্ছে ঠিকেদাররা। সকলের বড়লোক হবার আশায় সরকারকে বদনাম করার কাজে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। রাজ্যে প্রতিনিয়তন নানান জায়গায় নিম্ন মানের কাজের অভিযোগ উঠেআসছে।

এরইমধ্যে কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজে নিম্নমানের কাজের জন্য অভাযোগ তুলতে শুরু করলো এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর একটাই দাবী সঠিক সামগ্রী ব্যাবহার করে রাস্তা নির্মান করা হোক। এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর দাবী পূরনে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

মুঙ্গিয়াকামীতে

● প্রথম পাতার পর

থেকে বহি:রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। আটককৃত গাজার বাজার মূল্য আনুমানিক ২০ লক্ষাধিক টাকা হতে পারে বলে জানা গেছে।

অজ্ঞাত

● প্রথম পাতার পর

ওই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে এখনো পর্যন্ত তার নাম ধাম কিছুই জানা যায়নি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে তার মাথায় একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কীভাবে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো কিছুই জানা যায়নি।

স্কুলছাত্র

● প্রথম পাতার পর

ঘটনায় জনমনে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তাকে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করেন। যদিও ওই বুলেরো কে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অভিযোগ প্রায় সময় ওই রাস্তা দিয়ে বুলেরো গাড়ি গুলি মাত্রা অতিরিক্ত স্পিডে চলে বলে অনেকে জানান। এখন দেখার বিষয় পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

শিবির

● আটের পাতার পর

পুলওয়ামায় শহীদ জওয়ানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান শীর্ষক অনুষ্ঠানে রক্তদানের মতো মানবসেবা মূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। দেশের অখন্ডতা রক্ষার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

প্রত্যেক বক্তারাই তাদের আলোচনায় পুলওয়ামায় বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ সহ আগামী দিনে দেশের সৌভ্রাতৃত্ব বোধ এবং সর্বোপরি সুসম্পর্কের বাতাবরণকে অটুট রাখার আহ্বান রাখেন। এই রক্তদান শিবিরে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে সংগঠনের সভ্য সমর্থক সহ হিতাকাঙ্খীরা ব্যাপক সংখ্যায় রক্তদান করেন। প্রায় ৫০ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে বলে সংগঠন সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ডে ভারতীয় মজদুর সংঘের কার্যালয়ে আয়োজিত আজকের এই রক্ত দান শিবির নিয়ে সংশ্লিষ্ট চত্বরে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

এদিনের প্রচার সভায় সেই প্রসঙ্গই টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "হিন্দু ভোট ভাগাভাগি করার কথা সরাসরি স্বীকার করে নিচ্ছে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনের এই দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।"তিনি আরও বলেন, "প্রত্যেকবারই যখন নির্বাচন আসে, এরা নতুন নতুন জোটসঙ্গী নিয়ে হাজির হয়। যারা ঘনঘন নিজেদের সঙ্গী বদল হয়, তারা আপনাদের সাহায্য করবে? হেরে যাওয়ার পর এরা নিজেদের জোটসঙ্গীদেরই দোষারোপ করে। ১০ মার্চের পর দেখবেন এরা কীভাবে একে অপরকে দোষারোপ শুরু করে।" প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে গোমন্তক পার্টির সঙ্গে ভোট পরবর্তী জোট গোয়ায় বিজেপি-কে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করে। তবে গোয়া ভোটের ঠিক আগেই গোমন্তক পার্টি তৃণমূলের সঙ্গে হাত মেলায়।

বিরোধী দলনেতা

● আটের পাতার পর

বিস্তারিত ভাবে জানার জানার চেষ্টা করেন পরিবার পরিজন থেকে শুরু করে স্থানীয় এলাকাবাসীর কাছ থেকে। পৌনে এক ঘণ্টা পর্যন্ত কথা বার্তা শুনার পর বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার পরিবার পরিজন সহ মৃত বেনু বিশ্বাসের স্ত্রীকে সমবেদনা জানিয়ে পাশে থাকবে বলে বার্তা দেন। সেখান থেকে সোজা চলে আসেন কমলপুরের রাস্তায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার।

রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ২৪ জন সিপিআইএম কর্মী খুন হয়েছে বলে দাবি করে বলেন , একজন আসামি গ্রেফতার হলো না। বেনু বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়নি। এইটা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে বিবৃতি দেওয়া ডিআইজির চিন্তা ভাবনার দরকার ছিল। বিরোধী দল নেতা আরো বলেন আমি ডিআইজিকে চিনি। চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে পুলিশ দপ্তর চালাবার চেষ্টা করছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে শাসক বিজেপি দল যা খুন খারাপি করছে ডিআইজি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বিরোধী দলনেতা। এছাড়া তিনি নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বললেন ভয় পেলে চলবে না রাস্তায় নামুন রাস্তাই একমাত্র সমাধান। যেভাবে হোক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

শ্রদ্ধায় স্মরণ

● প্রথম পাতার পর

নেই। তাই, মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে আজকের দিনটি উপভোগ করার সুযোগ করে দিতে চাইছি। তেমনি, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া প্রেমিক-প্রেমিকারাও আজ প্রিয়জনদের জন্য ফুল কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে আবার ভাই, বোন এবং বন্ধুদের জন্য ফুল কিনছেন। সব মিলিয়ে আজ ফুল ব্যবসায়ীরা দারুন মুনাফা কামাচ্ছেন।

এদিকে, ত্রিপুরায় সিআরপিএফ ১২৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে পুলওয়ামা হামলায় শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এ-বিষয়ে কমান্ডেন্ট মুকেশ ত্যাগী বলেন, ৩ বছর আগে আজকের দিনে দেশ ৪০ জন বীর সন্তানকে হারিয়েছে। তাঁরা দেশ সেবায় আত্ম বলিদান দিয়েছেন। তাঁদের আজ হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। তিনি আজকের দিনে ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের জন্য যাঁরা বলিদান দেন তাঁদের স্মরণ করুন। পরিবার ছেড়ে এসে দেশের জন্য শহীদ হন তাঁদের মানে রাখুন।

আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পুলওয়ামায় শহীদদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, দেশ বীর জওয়ানদের বলিদান কখনো ভুলবে এবং তাঁদের আত্মত্যাগ দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দেবে। এছাড়া, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ মন্ত্রিসভার সদস্যরাও পুলওয়ামা হামলায় শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন।

সবচেয়ে

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস সরকারের কাছে প্রশ্ন করেছে যে এই প্রতারণার মামলা নথিভূক্ত করতে এত বছর লাগল কেন। এই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে সিবিআই একটি বয়ানে বলেছে যে ফরেন্সিক অডিট রিপোর্টের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতারণার কথা ঘোষণা করা হয়। ঋণদাতা সমস্ত ব্যাঙ্কের বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে আর যখন প্রতারণার কথা পরিস্কার হয়ে যায়, তখন সিবিআইয়ের কাছে এফআইআর নথিবন্ধ করা হয়।

এসবিআই জানিয়েছে যে পুরো প্রক্রিয়ায় দেরী করার কোনও চেষ্টা করা হয়নি। অন্যদিকে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ব্যাঙ্কের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছেন যে এত কম সময়ে প্রতারণা সামনে এনে ব্যাঙ্কগুলি বড় কাজ করেছে। সিবিআই দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় এই কোম্পানির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। প্রসঙ্গত, এই মামলা ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের নেতৃত্বাধীন ব্যাঙ্কগুলির কন্সোর্টিয়ম থেকে ২২,৮৪২ কোটি টাকার বেশি প্রতারণার কারণে দায়ের করা হয়েছে।

ক্রীড়া

দুরন্ত স্টার্লিং, কাপ জয়ী চেলসি

তেমন কোনও অঘটন না হলে ইপিএল ট্রফি যে এ বার এতিহাদেই যেতে চলেছে, তা ফের স্পষ্ট হয়ে গেল শনিবার। নরউইচ সিটিকে উড়িয়ে দিয়ে খেতাবি দৌড়ে আরও একধাপ এগিয়ে গেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। চোখধাঁধানো হ্যাটট্রিক উপহার দিলেন রাহিম স্টার্লিং।

পিছিয়ে নেই টোমাস টুহলের চেলসিও। ইপিএল টেবলে তিন নম্বরে থাকা রোমেলু লুকাকুরা শনিবার মরুশহরে প্রথমবারের জন্য ছিনিয়ে নিয়েছেন ক্লাব বিশ্বকাপ কাপ। আবু ধাবিতে ফাইনালে তারা হারিয়েছে ব্রাজিলের পালমেইরাসকে।

শনিবার প্রিমিয়ার লিগে নরউইচ সিটির বিরুদ্ধে ২৭ বছরের ইংরেজ স্ট্রাইকারের অনবদ্য হ্যাটট্রিকে ম্যান সিটি জিতল ৪-০। গোল পেলেন 'বিস্ময় প্রতিভা' ফিল ফডেনও। ৪৮ মিনিটে। স্টার্লিংয়ের তিন গোল ৩১, ৭০, ৯০ মিনিটে। শীর্ষে থাকা ম্যান সিটির পয়েন্ট ২৫ ম্যাচে ৬৩।

ম্যাচের পরে স্টার্লিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, "রাহিম সম্পর্কে কী বলব, তা সত্যিই ভেবে পাচ্ছি না। এই হ্যাটট্রিকে ওর আত্মবিশ্বাস কে জানে কোথায় চলে গেল। বিশেষ করে যে ভাবে প্রথম গোলটা স্টার্লিং করেছে, সেটা এক কথায় ছিল অনবদ্য।"

মরুশহরে একই ভাবে ঝলসে উঠেছে চেলসি। সংযুক্ত সময়ে পেনাল্টি থেকে কাই কাই হাভার্ৎজের গোলে ট্রফি নিশ্চিত করে ফেলে তারা। গত বছর জার্মান তারকার গোলেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল টমাস টুহলের দল।

ম্যাচের ৫৫ মিনিটে হেডে গোল করে লুকাকু এগিয়ে দেন চেলসিকে। ন'মিনিটের মধ্যে পেনাল্টি থেকে রাফায়েল ভেইগা গোল করে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন পালমেইরাসকে। জয়ের গোল আসে সংযুক্ত সময়ে হাভার্ৎজের পা থেকে।

কীর্তিমান ইনসিনিয়ে: সেরি আ দখলের জন্য জোর লড়াই চলছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলান এবং দিয়েগো মারাদোনার নাপোলির মধ্যে। শনিবার দুই প্রতিপক্ষের দ্বৈরথ শেষ হয় ১-১ গোলে। ম্যাচের সাত মিনিটে লোরেনজো ইনসিনিয়ে গোল করে এগিয়ে দেন নাপোলিকে। তারই সঙ্গে দিয়েগো মারাদোনার এই ক্লাবের জার্সিতে ১১৫ গোলের কীর্তিও ম্লান করে দেন ইটালীয় তারকা। ৪৭ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরান এডেন জেকো। পরে ইনসিনিয়ে বলেন, "দিয়েগোর রেকর্ড স্পর্শ করাটাই আমার কাছে স্বপ্নের মতো। লিগ জিততে আমাদের আরও ভাল খেলতে হবে।"

টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ে নিজের কলামেই ক্ষোভ উগরে দিলেন ব্রড

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ে বেজায় চটেছেন ইংল্যান্ডের তারকা ফাস্ট বোলার স্টুয়ার্ট ব্রড। দল নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ১৫২টি টেস্ট খেলা ফাস্ট বোলার।

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে ডেইলি মেইলে নিজের কলামেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্রড। লিখেছেন, "আমি প্রতি দিন আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি এবং রেগে যাচ্ছি। আমার খেলার মান যদি নেমে যেত, তা হলে বাদ পড়তে পারতাম। কিন্তু, মাত্র পাঁচ মিনিটের একটা ফোনে আমাকে বাদ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। ব্যাপারটায় অত্যন্ত হতাশ বোধ করছি।" ব্রডকে দল থেকে বাদ দেওয়ার কথা গত মঙ্গলবার ফোনে জানানো হয়। ব্রড লিখেছেন, "ফোনে অ্যান্ড্রু স্ট্রস যা বলেছিল সেটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল।" ৩৫ বছরের ব্রড মনে করেন, তাঁর এখনও ইংল্যান্ডের সেরা একাদশে জায়গা পাওয়া উচিত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁকে আঘাত করেছে বলে জানিয়েছেন ব্রড ।নিজের কলমে ব্রড লিখেছেন, "এটাকে খুব বেশি বড় না করলেও বলতে পারি, আমার ঘুমকে প্রভাবিত করেছে। একদিন সকালে আমার সঙ্গীনি মলিকে বলি, শরীরে ব্যাথ্যা অনুভব করছি। ও আমাকে বলল, মানসিক চাপের জন্যই এমন হচ্ছে। আমি ভান করতে পারি না। সবকিছু ঠিক আছে বললে, ভুল বলা হবে।" নিজের কলমে তিনি আরও লিখেছেন, "ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার জন্য আমি সবসময় যত্নবান। সবার আগে আমি ইংল্যান্ডের একজন সমর্থক। ৩৫ বছর বয়সে আমার হৃদয় যে ব্যাথা পেল, তা হয়েছিল যখন আমি ১২ বছরের কিশোর ছিলাম।

অ্যাসেজ সিরিজের পারফরম্যান্সের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্রড দাবি করেছেন, ইংল্যান্ডের সেরা তিন বোলারের একজন তিনি। টেস্টে ক্রিকেটের দলে তাঁর থাকা উচিত বলেই মনে করেন। ব্রড লিখেছেন, "এই ইংল্যান্ড দলটা সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ম্যাচ হেরেছে। আমি বিভিন্ন ভাবনা এবং পরিবর্তনের বিরোধী নই। হ্যাঁ, আমাদের প্রশ্ন করার অনেক কিছু আছে। তবু, টেস্ট ম্যাচ জেতার জন্য সেরা ক্রিকেটারদের নিয়েই মাঠে নামা উচিত। এই অধ্যায় কি কেরিয়ার নিয়ে আমার ভাবনা বদলাবে? এই মুহূর্তে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। শুক্রুবারই মায়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। কারণ প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারি আমার রাগ এবং বিরক্তি আরও বাড়ছে। মা পরামর্শ দিয়েছেন, সময় নিতে। আপাতত খেলা থেকে দূরে থাকতে। তারপর সিদ্ধান্ত নিতে।"

পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রীর মতো নিরাপত্তা পাবেন কামিন্সরা

এই তো গত বছরই নিউজিল্যান্ড পাকিস্তান সফরে গিয়েও কোনো ম্যাচ না খেলে হঠাৎ ফিরে গেছে নিরাপত্তা-শঙ্কায়। এরপর একই কারণ দেখিয়ে ইংল্যান্ড তো পাকিস্তান সফরেই যায়নি। দুটি ঘটনাই গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে। বিশ্বকাপের পরপরই পাকিস্তান বাংলাদেশে এসে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে গেছে। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাকিস্তানে গিয়ে খেলেছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। কয়েক দিন আগে অস্ট্রেলিয়াও নিশ্চিত করেছে, আগামী মার্চ-এপ্রিলে নির্ধারিত পাকিস্তান সফরে যাবে তারা।পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য এটা সুখবর বৈকি। বড় দলগুলো যত বেশি পাকিস্তান সফর করবে, সেখানে নিয়মিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজনের সম্ভাবনা তত বাড়বে। সেটা যাতে হয়, সে জন্য অতিথি দলগুলোর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সব উদ্যোগই নিচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও দেশটির সরকার। দেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজনের জন্য পাকিস্তানকে এখন এভাবেই আশ্বস্ত করতে হয় সফরকারী দলগুলো আর খেলোয়াড়দের। ভরসা দিতে হয়, যেখানেই যা ঘটে যাক না কেন, খেলোয়াড়দের গায়ে তার কোনো আঁচই লাগবে না।

২০০৯ সালে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের বাইরে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছিল শ্রীলঙ্কা দলফাইল ছবি

২০০৯ সালে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের বাইরে শ্রীলঙ্কা দলের বাসে সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তান সফর বন্ধ করে দেয় দলগুলো। দেশের মাটিতে ক্রিকেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংযুক্ত আরব আমিরাতকে 'পরবাসে ঘর' বানায় তারা। তবে গত কয়েক বছরে শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে, বাংলাদেশ পাকিস্তান সফর করেছে। পিসিবি এখন ঘরের মাঠে নিয়মিত আয়োজন করে আসছে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট পিএসএল। সেখানে খেলছেন বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটাররা। তাঁদের দেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা। সেই নিরাপত্তা কতটা নিশ্ছিদ্র, তা সম্প্রতি বর্ণনা করেছেন পিএসএলে অনেক দিন ধরে খেলা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার বেন কাটিং ও ক্রিকেট কোচ ড্যারেন বেরি।

একসময়ের অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার কাটিং চারবার পাকিস্তান সফর করেছেন। পিএসএলে তিনি খেলেন পেশোয়ার জালমির হয়ে। আর ইসলামাবাদে ডিন জোন্সের সহকারী কোচ হিসেবে দুইবার পাকিস্তানে গিয়েছিলেন বেরি। দুজনই পাকিস্তানের নিরাপত্তাব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কাটিং বলেছেন, 'এখানকার নিরাপত্তাব্যবস্থা অসাধারণ। এ কারণেই আপনি এখানে নিরাপদ মনে করবেন। পাকিস্তানে বিমানবন্দরে নামার পর থেকে দেশে ফিরে যাওয়ার বিমানে ওঠার আগপর্যন্ত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পাবেন আপনি।'

মার্চ-এপ্রিলে পাকিস্তানে সিরিজ খেলতে গিয়ে প্যাট কামিন্সদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না বলেই মনে করেন কাটিং, 'এখানে খেলোয়াড়দের যে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, তা প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার পর্যায়ের। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি পাকিস্তান সফর করতেন, তিনিও একই পর্যায়ের নিরাপত্তা পাবেন, যেমন নিরাপত্তা আমাদের টেস্ট দল পাবে।'

পাকিস্তান সুপার লিগকে বিদায় জানালেন পিঠের ব্যথায় কাবু আফ্রিদি

পিএসএল-এ এই মরসুমে কোয়েত্তা গ্ল্যাডিয়েটর্সের হয়ে খেলছিলেন আফ্রিদি। মুলতান সুলতান, করাচি কিংস ও পেশোয়ার জালমির হয়েও পিএসএল খেলেছেন তিনি।

সমর্থকদের জন্য এই বছরই শেষ বারের মতো পাকিস্তান সুপার লিগ খেলতে নামবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেটাও শেষ করতে পারলেন না। মাঝপথেই পিএসএল-কে বিদায় জানালেন পাকিস্তানেক প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি। পিঠের ব্যথার জন্য তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

একটি ভিডিয়ো বার্তায় আফ্রিদি বলেন, "আমি ভাল ভাবে শেষ করতে চেয়েছিলাম। গত ১৫-১৬ বছর ধরে পিঠের ব্যথা আমাকে ভোগাচ্ছে। সেটা নিয়েই আমি খেলছিলাম। কিন্তু এ বার আর পারা যাচ্ছে না। এখন আমার হাঁটু, পায়ে মারাত্মক ব্যথা হচ্ছে। আমি ব্যথা সামলে খেলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আর ব্যথা সহ্য করতে পারছি না। পিএসএল-কে বিদায় জানাচ্ছি। পিএসএল-এ এই মরসুমে কোয়েত্তা গ্ল্যাডিয়েটর্সের হয়ে খেলছিলেন আফ্রিদি। তিন ম্যাচে তিন উইকেট নিয়েছেন তিনি। এর আগে মুলতান সুলতান, করাচি কিংস ও পেশোয়ার জালমির হয়েও পিএসএল খেলেছেন তিনি। পিএসএল কেরিয়ারে ১৫০-র বেশি স্ট্রাইক রেটে মোট ৪৫৯ রান ও ৪৭টি উইকেট নিয়েছেন আফ্রিদি। ১৬ বছর বয়সে পাকিস্তানের জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল আফ্রিদির। তার পর ২১ বছরের বেশি দেশের জার্সি গায়ে খেলেছেন তিনি। ১৯৯৬ সালে নিজের দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩৭ বলে শতরান করেছিলেন আফ্রিদি। ২০১৪ সাল পর্যন্ত সেটিই ছিল এক দিনের ক্রিকেটে দ্রুততম শতরান। ২০১৮ সালের ৩১ মে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন আফ্রিদি।

শেষবেলায় দল পেলেন ঋদ্ধিমান

মেগা নিলামের প্রথম দফায় কোনও দল তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকায়নি। তবে দ্বিতীয় দিনে যেন শাপমুক্তি ঘটল। আসন্ন আইপিএলে নতুন দলের জার্সি গায়ে চাপাতে চলেছেন ঋদ্ধিমান সাহা। ১ কোটি ৯০ লক্ষে গুজরাট টাইটান্সে নাম লেখালেন বাংলার উইকেটকিপার। শেষবেলায় দল পেলেন ভারতীয় পেসার উমেশ যাদবও। তবে খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই আইপিএলের ১৫তম মরশুমে দেখা যাবে না 'মিস্টার আইপিএল' হিসেবে পরিচিত সুরেশ রায়নাকেই। অভিজ্ঞ রায়না সাইডলাইন হয়ে যাওয়ার মরশুমে অবশ্য বাজিমাত করলেন তরুণরা। নিলামে কোটিপতি হয়ে গেলেন বিশ্বজয়ী অনূর্ধ-১৯ দলের একাধিক ক্রিকেটার। তাঁদের হাত ধরেই পঞ্চমবার অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ এসেছে ভারতের ঘরে। টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফর্ম করার সুবাদেই নিলামের দ্বিতীয় দিন বিভিন্ন দল ঝাঁপাল জুনিয়র তারকাদের জন্য। প্রীতি জিন্টার পাঞ্জাব কিংস যেমন কিনে নিল ব্যাটে-বলে সমান পারদর্শী রাজ বাওয়াকে। ২ কোটি টাকার বিনিময়ে এবার খেলবেন তিনি। কোটিপতি হয়ে গেলেন আরেক তারকা রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকর। চেন্নাই সুপার কিংসে ধোনির তত্ত্বাবধানে খেলার সৌভাগ্য হতে চলেছে তাঁর। রাতারাতি দেড় কোটির টাকার মালিক হয়ে গেলেন তিনি। বিশ্বজয়ী জুনিয়র ভারতীয় দলের অধিনায়ক যশ ধূল অবশ্য তুলনামূলক কম দাম পেলেন। ৫০ লক্ষ টাকায় এই ব্যাটারকে কিনে নেয় দিল্লি ক্যাপিটালস। এই তিন ক্রিকেটার প্রথম একাদশে সুযোগ পেলে, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে কেমন পারফর্ম করবেন, সে দিকে ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশাপাশি নজর থাকবে নির্বাচকদেরও। তবে জুনিয়র দলের অন্য দুই ক্রিকেটার হার্নুন সিং ও ভিকি ওতস্তওয়ালকে নিতে আগ্রহ দেখায়নি কোনও দল।

মাথায় চোট, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন স্মিথ

স্মিথের মাথার চোট নতুন নয়। এর আগে ২০১৯ সালে অ্যাশেজ সিরিজে ব্যাট করার সময় মাথায় চোট পান স্মিথ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০-তে ক্যাচ ধরতে গিয়ে মাথায় চোট পেলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার স্টিভ স্মিথ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখেন চিকিৎসকরা। কনকাশনের জন্য ম্যাচের বাকিটা খেলতে পারেননি তিনি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় যে সিরিজের বাকি ম্যাচ খেলতে পারবেন না তিনি। পরে স্মিথ ভক্তদের জানান, সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি।

সিডনিতে ম্যাচ চলাকালীন ছক্কা বাঁচাতে গিয়ে লাফ মারেন বাউন্ডারির ধারে দাঁড়িয়ে থাকা স্মিথ। কিন্তু দেহের ভারসাম্য হারিয়ে মাথার উপর ভর দিয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে যান সতীর্থ প্যাট কামিন্স, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলরা। আসেন দলের চিকিৎসক। স্মিথকে সাজঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরে টুইট করে ভক্তদের নিজের শরীরের কথা জানান স্মিথ। তিনি বলেন, 'আমার জন্য যাঁরা প্রার্থনা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ। এখন আমার মাথার চোট অনেকটা ভাল। খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠব।' স্মিথ না থাকলেও অবশ্য ম্যাচ জিততে কোনও সমস্যা হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। সুপার ওভারে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে তারা।স্মিথের মাথার চোট নতুন নয়। এর আগে ২০১৯ সালে অ্যাশেজ সিরিজে ব্যাট করার সময় মাথায় চোট পান স্মিথ। ফলে সেই টেস্ট ও পরের টেস্ট খেলতে পারেননি তিনি। তাঁর বদলে দলে যোগ দেন উইল পুকোভস্কি। তিনি বাকি ম্যাচ খেলেন।

সতীর্থদের পিৎজা খাওয়ালেন পুরান

ব্যাট হাতে সে রকম ছন্দে না থাকলেও ১০.৭৫ কোটি টাকায় নিকোলাস পুরানকে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। সতীর্থের সাফল্যে কায়রন পোলার্ডরা যেমন অবাক হয়েছেন, তেমনই খুশি প্রত্যেকে। কলকাতায় পৌঁছনোর পর থেকে পুরানকে নিয়ে উৎসব থামছে না ক্যারিবিয়ান শিবিরে। রবিবার দুপুরে সতীর্থদের প্রত্যেককে পিৎজা খাওয়ান পুরান। কলকাতার এক জনপ্রিয় পিৎজা কাউন্টার থেকে ১৫ হাজার টাকার পিৎজা অর্ডার দিয়েছিলেন ক্যারিবিয়ান তারকা। তা নিয়েই উৎসব শুরু হয় ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের। বিকেলে অবশ্য ইডেনে প্রস্তুতিতে গিয়েছিলেন পোলার্ডরা। দলের প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সবাই নেট করেননি। ড্রেসিংরুমের ভিতরে অনেকেই রিহ্যাব করে ফিরে আসেন হোটেলে। আজ, সোমবার থেকে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করবে দু'দল। কায়রন পোলার্ড যদিও টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য তৈরি হচ্ছেন। চোটের জন্য ওয়ান ডে সিরিজের শেষ দু'টি ম্যাচ খেলতে পারেননি। তবে রবিবার ইডেনের নেটে তিনি ব্যাট করেছেন। বেশ কয়েকটি বড় শটও মারতে দেখা যায় তাঁকে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বরাবরই বড় শক্তি। যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে রবিবারের নিলামে। ৬ কোটি টাকায় স্মিথকে নিয়েছে পঞ্জাব কিংস। অনিল কুম্বলের দলে তৈরি হয়ে উঠতে পারেন নতুন এক তারকা। ভারতীয় দলও এ দিন অনুশীলন করেনি। হোটেলে আইপিএল নিলামের উপরেই নজর ছিল প্রত্যেকের। কে কোন দলে যাচ্ছেন, তা নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে ছিল সকলের। টিম হোটেলেই তাই ট্রেনিং করেছেন ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আয়ার, সূর্যকুমার যাদবরা। তার একটি ছবিও তুলে ধরেছেন গণমাধ্যমে।

NOTIFICATION

In continuation to the earlier Notification No.F.14-336(2)/TW/Stipend/OTFS/2020-21/10420 dated. 15.08.2021 regarding application for "One Time Financial Support for economically weaker meritorious ST students for pursuing different professional and other courses in the Government recognized institutes/Colleges".

The Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura is inviting applications from the selected 321 beneficiaries for 2nd Instalment of the same Scheme through the Web Application portal **www.twscholarship.com.** The link will be available'ht the Departmental website of Tribal Welfare, Govt. of Tripura **(www.twd.tripura.gov.in).**

All the terms and condition will remain same as notified earlier.

Document to be uploaded : 1st Year/ 2nd Semester of the present courses OR Declaration of the exam not conducted as pel. format available at the Website.

Opening date of to application portal: 14.02.2022 (12:00 noon)

Last date for submission of application is 19.02.2022 (05:00 PM)

Sd/-[Dr. Vishal Kumar, IAS]
Director
Directorate of Tribal Welfare
Govt of Tripura.

ICA/D/1791/22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জেআরবিটির চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে চাকরী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার দাবী জানান পরীক্ষার্থীরা। ছবি নিজস্ব।

এবছরের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। জল জীবন মিশনে ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। বেশি পরিমাণ চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ চলছে তা নিয়মিত পর্যালোচনাও করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে পূর্ত দপ্তরের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ যেমন, জল সম্পদ, গ্রাম সড়ক যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ), ন্যাশনাল হাইওয়ে, সড়ক ও সেতু ইত্যাদি বিভাগগুলির পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। কারণ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমেই একটি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন হওয়া সম্ভব।

সভায় পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে জানান, যোগাযোগ সংযোগ রক্ষায় রাজ্যে মোট ৮৮৮.৮১ কিমি ন্যাশনাল হাইওয়ে, ১,০৫৭ কিমি স্টেট হাইওয়ে, ৪৬১ কিমি জেলা সড়ক এবং ৯,৬৮৫ কিমি গ্রামীণ সড়ক রয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ের ৮৮৮.৮১ কিমির মধ্যে ২৮১.০২৮ কিমি রাস্তাকে পেভ সোল্ডার সহিত ডাবল লেন করা হয়েছে এবং পেভ সোল্ডার ছাড়া ডাবল লেন করা হয়েছে ২৩২ কিমি। এছাড়াও ২৫৮ কিমি জাতীয় সড়কের ডাবল লেনের কাজ চলছে। তিনি জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১,৬৩৩ কিমি রাস্তা সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছে পূর্ত দপ্তর। ইতিমধ্যেই ১,৪৪৯.২৫ কিমি রাস্তা সংস্কারের কাজ দপ্তর শেষ করেছে। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১,০৫৯ কিমি রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের সচিব আরও জানান, পূর্ত দপ্তর ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৪৫টি আরসিসি বিজ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিলো। এরমধ্যে ৭টি আরসিসি বিজ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির নির্মাণ কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও ঐ অর্থবর্ষে ৭টি ব' কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। এরমধ্যে ৫টি ব' কালভার্ট নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। সভায় পূর্ত দপ্তরের সচিব জানান, পূর্ত দপ্তরের বিল্ডিং বিভাগ রাজ্যের ২৫টি দপ্তরের ১৭৩টি প্রজেক্টের কাজ হাতে নেয়। এরমধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্চের মধ্যে ৬৭টি কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বি'ান গ্রামের সিভিল ও ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ ২০২২ সালের মার্চের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তিনি জানান, আইজিএম হাসপাতালে গাইনোকোলজি ওয়ার্ডের পাশে একটি লিফট স্থাপন করা হয়েছে। শীঘই এটি চালু করা হবে। খেজরবাগানে মাল্টি স্টোরিড বিধায়ক আবাসে আসবাবপত্র কেনা এবং বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বসানোর কাজ শীঘই শুরু করা হবে।

সভায় জল জীবন মিশন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সচিব কিরণ গিত্যে জানান, ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ৫২টি পরিবারে টেপ সংযোগের মাধ্যমে পানীয়জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ১১২টি পরিবারে টেপের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আরও ১ লক্ষের উপর পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। জল জীবন মিশনে এখন পর্যন্ত ৯২৬টি জনবসতিতে ১০০ শতাংশ টেপ সংযোগের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। সচিব জানান, জল জীবন মিশনে রাজ্যের ৩,৩৬৬টি বিদ্যালয়ে এবং ৪,৬৮৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টেপের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছানো হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে পানীয়জলের উৎস মেরামত ও চালু রাখার ক্ষেত্রে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তর প্রতিটি গ্রাম প'ায়েত / ভিলেজ কাউন্সিলে একজন করে জলসখি নিয়োগ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

সভায় স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ত দপ্তরের সচিব জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে মোট ৩৭ হাজার ৬৪৩টি শৌচালয় তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ১১৬টি।

সভায় জলসেচ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ত দপ্তরের সচিব সভায় জানান, রাজ্যে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৪১ হেক্টর। বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৫৭ হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও পূর্ত দপ্তরের জলসেচ বিভাগের ২,০৫৫টি বিভিন্ন প্রকল্পে ৮২ হাজার ১৬৭ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেচ ক'ষিকাজের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জল সম্পদ বিভাগের অধীনে যে সমস্ত সেচ প্রকল্পগুলির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে তা দ্রত সংস্কার করতে দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিদ্যুৎ সংযোগের কারণে যে সমস্ত সেচ প্রকল্পগুলি অচল অবস্থায় রয়েছে তা দ্রত চালু করতে জল সম্পদ দপ্তরকে বিদ্যুৎ ও প'ায়েত দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মুখ্যসচিব কুমার অলক, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় এবং অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পণের দাবীতে মৃত্যু গৃহবধুর বাবার বাড়িতে গেলেন কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন তারকপুর গ্রামে পনের দাবীতে মৃত্যু গৃহবধুর বাবার বাড়িতে গেলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান বর্ণালী গোস্বামী।সোমবার দুপুর একটায় ধর্মনগরের রাঘনা সিত মৃতার বাবার বাড়ি গিয়ে তাদের পাশে থাকা সহ অভিযুক্ত স্বামীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,গত ৭ ফেব্রুয়ারি মাঝরাতে কদমতলা থানাধীন তারকপুর গ্রামের পূজা পাল নামে এক গৃহবধূ রহস্যজনক ভাবে খুন হয় স্বামীর বাড়িতে।

সেই সময় গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকজন পণের দাবীতে খুন করা হয়েছে বলে লিখিত অভিযুক্ত দায়ের করেন স্বামী সুমন পালের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে কদমতলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায়। উক্ত ঘটনায় সোমবার দুপুর একটায় পূজা পালের ধর্মনগরের রাগনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডে বাবার বাড়িতে যান রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। তিনি পূজার বাবা প্রদীপ পাল, মা শুক্লা পাল,ভাই সানি পাল সহ পরিবারের বাকি লোকজনদের সাথে কথা বলেন।

পরিবারের লোকজন থেকে সকল ঘটনা শুনার পর বর্ণালী গোস্বামী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান,পূজা পাল বিয়ের পর থেকেই স্বামীর বাড়িতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য মুখ বুঝে তা সহ্য করছিল। কিন্তু বিগত কিছু দিন ধরে স্বামী সুমন পাল জায়গা কিনার নামে দের লাখ টাকা চেয়ে চাপ দিতে থাকে পূজাকে।অবশেষে সেই টাকা না পাওয়ায় পূজাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। তবে নির্যাতিতা পূজা পালের পরিবারের পাশে রয়েছে রাজ্য মহিলা কমিশন। রাজ্য মহিলা কমিশনও উক্ত ঘটনার তদন্ত করছে। পূজা পালের পরিবারকে সঠিক ন্যায় পাইয়ে দিতে সব ধরেনের সহযোগিতা করবে রাজ্য মহিলা কমিশন বলে জানান বর্ণালী গোস্বামী। দাবি জানান দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির।এখন দেখার বিষয় স্বজনহারা পরিবারটি কতটুকু ন্যায়বিচার পায়।

চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে পুলিশ দপ্তর চালানোর চেষ্টা করছে ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কমলপুরে মৃত সিপিআইএম কর্মী বেনু বিশ্বাসের বাসভবনে আসেন বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। সাথে ছিলেন বিরোধী দলের উপ দলীয় নেতা বাদল চৌধুরী, বাম বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, শহীদ চৌধুরী, ভানু লাল সাহা, রতন ভৌমিক, সুধন দাস সহ প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত।

সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ একের পর এক কনভয়ের গাড়ি এসে হাজির হয় কমলপুরের বাসিন্দা মৃত বেণু বিশ্বাসের বাড়ির সামনে। গাড়ির দরজা খুলে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ এক ঝাঁক বাম বিধায়করা মৃত বেনু বিশ্বাসের বাস ভবনে উদ্দ্যেশে যাবার সময় রাস্তার দুই পাশে সারি বদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা স্লোগানের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানিয়ে মৃত সিপিআইএম কর্মী বেনু বিশ্বাসের বাসভবনে নিয়ে যায়।

বাসভবনে গিয়েই সিপিআইএম কর্মী মৃত বেনু বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার সহ উপস্থিত বিধায়করা। শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর পর মৃত বেনু বিশ্বাসের স্ত্রী সহ পরিবার পরিজনদের সাথে কথা বলেন এবং কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল সিপিআইএম কর্মী বেনু বিশ্বাসের। সেই দিনের ঘটনা সম্পর্কে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনগরে নিহত বেনু বিশ্বাসের বাড়িতে গেলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

বিলোনীয়ায় সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। বেনু বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনাকে হত্যার অভিযোগ তুলে সিপিআইএম, দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে সংগঠিত করছে প্রতিবাদের বিক্ষোভ মিছিল। সোমবার সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে।

মিছিলটি থানার মোড় ঘুরে ব্যাংক রোড ধরে এক নং টিলা মফিজ মিঞা হয়ে সিনেমা হল ঘুরে পুনরায় এক নং টিলা এসে শেষ হয় এবং সেখানে হয় সভা।সভায় শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক কে সভাপতি করে শুরু হয় সভার কাজ। সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে বক্তারা বেনু বিশ্বাসের উপর আক্রমণ কারীদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবি করে এবং বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের কাজকর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তীব্র সমালোচনা করেন।

এদিনের বিক্ষোভ মিছিল ও সভায় ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য দীপংকর সেন, ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক মধুসূদন দত্ত, সভাপতি রিপু সাহা, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার বামপন্থী বিভিন্ন গনসংগঠনের নেতৃত্ব কর্মি সমর্থকরা। বিক্ষোভ মিছিলে বামপন্থী বিভিন্ন গনসংগঠনের নারী,পুরুষ, ছাত্র, যুবদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষ্যনীয়।

হাওয়াইবাড়িতে বর্জ পরিবাহি গাড়ি থেকে উদ্ধার চল্লিশ লক্ষ টাকার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। মুখ্যমন্ত্রীর নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ময়দানে এসডিপিও সোনাচরণ। উদ্ধার ৪০ লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাজা। দশ ঘণ্টার ব্যবধানে তেলিয়ামুড়া মহাকুমায় ফের উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাজা। তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরন জমাতিয়া নেতৃত্বে ভেহিকেল চেকিং -এ বসে তেলিয়ামুড়া হাওয়াই বাড়ির ড্রপগেট এলাকায় জাতীয় সড়কে। চেকিংয়ে বসেই আগরতলা থেকে নোংরা আবর্জনা বোঝায় মালবাহী কন্টেইনার গাড়িকে চেকিং করার সময় গাড়ির চালকের কথাবর্তায় অসংলগ্নতা দেখা দিলে জোর তল্লাশি চালায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।

তবে আজ ভেহিকেল চেকিং এ নেতৃত্ব দেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া। তল্লাশির সময় গাড়িতে আবর্জনা থাকায় আরো বেশি সন্দেহ হয় সেই আবর্জনা থেকেই ৭৬ প্যাকেট গাজা অর্থাৎ ৭১২ কেজি শুধু গাঁজা উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা হবে বলে জানায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া। আটক করা হয় গাড়ির চালক আওযেশ কুমার গুপ্ত -কে, যার বাড়ি উত্তর প্রদেশ। আটককৃত গাড়ির নম্বর হলো ইউবি ২১ বিএন ৯৬৪৯। পরবর্তীতে গাড়ি এবং শুকনো গাজাকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসা হয়।

কল্যাণপুরে বিএমএস এর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারী।। শহীদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ। এই স্লোগানকে পাথেয় করেই কল্যাণপুরে এদিন বিএমএস এর উদ্যোগে হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং রক্তদান শিবির।১৪ ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম কালো দিন।

আজ থেকে তিন বছর আগে আজকের এমনি দিনে ভারতের ৪০.জন বীর সেনানীকে সন্ত্রাসবাদের ঘৃণ্যতার শিকার হয়ে শহীদ হতে হয়েছে। আজও পুলওয়ামায় সেই বীভৎসতায় আকাশ বাতাস ব্যথিত হয়ে ওঠে। এখনো ১৪ ই ফেব্রুয়ারির বীভৎসতার কথা ভারতবাসী ভুলতে পারেনি, প্রতিবছরই পুলওয়ামার নৃশংসতার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে আপামর ভারতবাসী।এরই অংগ হিসেবে সোমবার কল্যাণপুরে ভারতীয় মজদুর সংঘের কল্যাণপুর শাখার উদ্যোগে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই দেশ ভক্তিমূলক কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, এলাকার প্রাক্তন শিক্ষক কানাই শীল, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি হরিশংকর পাল, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, রাজীব পাল, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য। সভাপতি ছিলেন গৌতম শীল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধান অতিথি, আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিরা উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে পুলওয়ামায় শহীদ ভারতীয় বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

এই কাল দিনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী ভারতীয় মজদুর সংঘের কল্যাণপুর শাখাকে এরকম একটা মহতী কর্মসূচি হাতে নেওয়ার জন্য এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোয়ায় হিন্দু ভোট ভাগ করতে চাইছে তৃণমূল উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী

কানপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে গোয়ায় হিন্দু ভোট ভাগ করার অভিযোগ আনলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার তিনি কানপুরে একটি সভায় বক্তৃতা করছিলেন। সেই সভায় এই অভিযোগ করেন তিনি। বিষয়টিতে নির্বাচন কমিশনকে নজর দেওয়ার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন উত্তর প্রদেশের কানপুরে একটি নির্বাচনী ব্যালিতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।। সেখান থেকেই গোয়ায় হিন্দু ভোট ভাঙানোর অভিযোগ আনলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি এই বিষয়ে দৃষ্টিপাতের আবেদন জানান। সম্প্রতিই একটি সাক্ষাৎকারে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা গোয়ায় দলের ইনচার্জ বলেছিলেন যে তাদের জোটসঙ্গী মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্ত্রক পার্টি হিন্দু ভোট ভাগ হওয়া আটকাবে। মহুয়া মৈত্র বলেছিলেন, "উত্তর গোয়ায় এমজিপির সঙ্গে ১৩-১৪টি আসনে বিজেপির মুখোমুখি লড়াই হবে। এই আসনগুলির কেউই কংগ্রেসের জন্য ভোট করবে না।" ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমাজে আইনি সচেতনতা তৈরিতে ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে আহ্বান পুলিশ সুপারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ১৪ ফেব্রুয়ারি।। আইন রচনা করা হয় মানুষের জন্য, আইন তৈরি হয় দেশ কিংবা সমাজ সুষ্ঠুভাবে যাতে পরিচালিত হয় তার জন্য আর এই আইন রক্ষা করা আমাদের সবার কর্তব্য। শুধুমাত্র পুলিশ তার প্রশাসনিক ক্ষমতার মাধ্যমে আইনের বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করবে এই কথাটা ১০০ শতাংশ ঠিক না। সমাজকে বিভিন্ন অপশাসনের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে, সমাজের বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে দূর করতে গেলে আইনকে বলিষ্ঠ করতে হবে। আর আইন তখনই বলিষ্ঠ হবে যখন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পুলিশ সম্মিলিতভাবে আইন রক্ষায় এবং আইনের সদ্ব্যবহার করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হবে। ঠিক এভাবেই আইনি সচেতনতা শিবিরে কথাগুলো বলছিলেন খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

জাতীয় সেবা প্রকল্পের সপ্তাহ ব্যাপী বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির এর অঙ্গ হিসেবে আজ অর্থাৎ সোমবার কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সামনে বিশেষ আইনি সচেতনতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন খোয়াই জেলার এসপি ভানুপদ চক্রবর্তী। এই আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে উপরে উল্লেখিত কথাগুলো বলা ছাড়াও শ্রী চক্রবর্তী ছাত্রসমাজকে, যারা আগামী দিনের সমাজ গঠনের কারিগর তাদেরকে আইন বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান রাখেন। সেইসাথে তিনি ছাত্র সমাজের প্রতি আবেদন করে বলেন বিভিন্ন ঘটনা গুলো ঘটলে তা পুলিশের সামনে পুলিশের কাছে কাল বিলম্ব না করে যেমন নিয়ে আসতে হবে ঠিক তেমনি সাক্ষী দেয়ার ব্যাপারেও যাতে কোনো চাপের কাছে মাথা নত না করেন সেই বিষয়টা বারবার উল্লেখ করেন শ্রী চক্রবর্তী। তিনি এই আলোচনা সভায় জাতীয় সেবা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ শিবিরের অঙ্গ হিসেবে এই মহতী কর্মসূচি এবং কার্যকরী কার্যক্রম রাখার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যেমন ধন্যবাদ জানান ঠিক তেমনি আশা প্রকাশ করেন এই রকমের সচেতনতামূলক শিবিরগুলোতে যদি ছাত্রছাত্রীরা আইন সম্পর্কে কিছুটা হলেও সচেতন হতে পারে তাহলে আগামী দিনের সমাজের জন্য এই বিষয়টা নিশ্চিত ভাবে ইঙ্গিতবহ হবে।

এই আলোচনা চক্রে এস পি ভানুপদ চক্রবর্তী ছাড়াও ছিলেন কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিত সূত্রধর সহ অন্যান্যরা। কথা হয় সাইবার ক্রাইম নিয়ে মহিলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। পাশাপাশি পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয় মোবাইলে বিভিন্ন ওটিপি আসলে চট করে কাউকে না বলা।

কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে আগরলায় বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের প্রতিবাদ মিছিল। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।